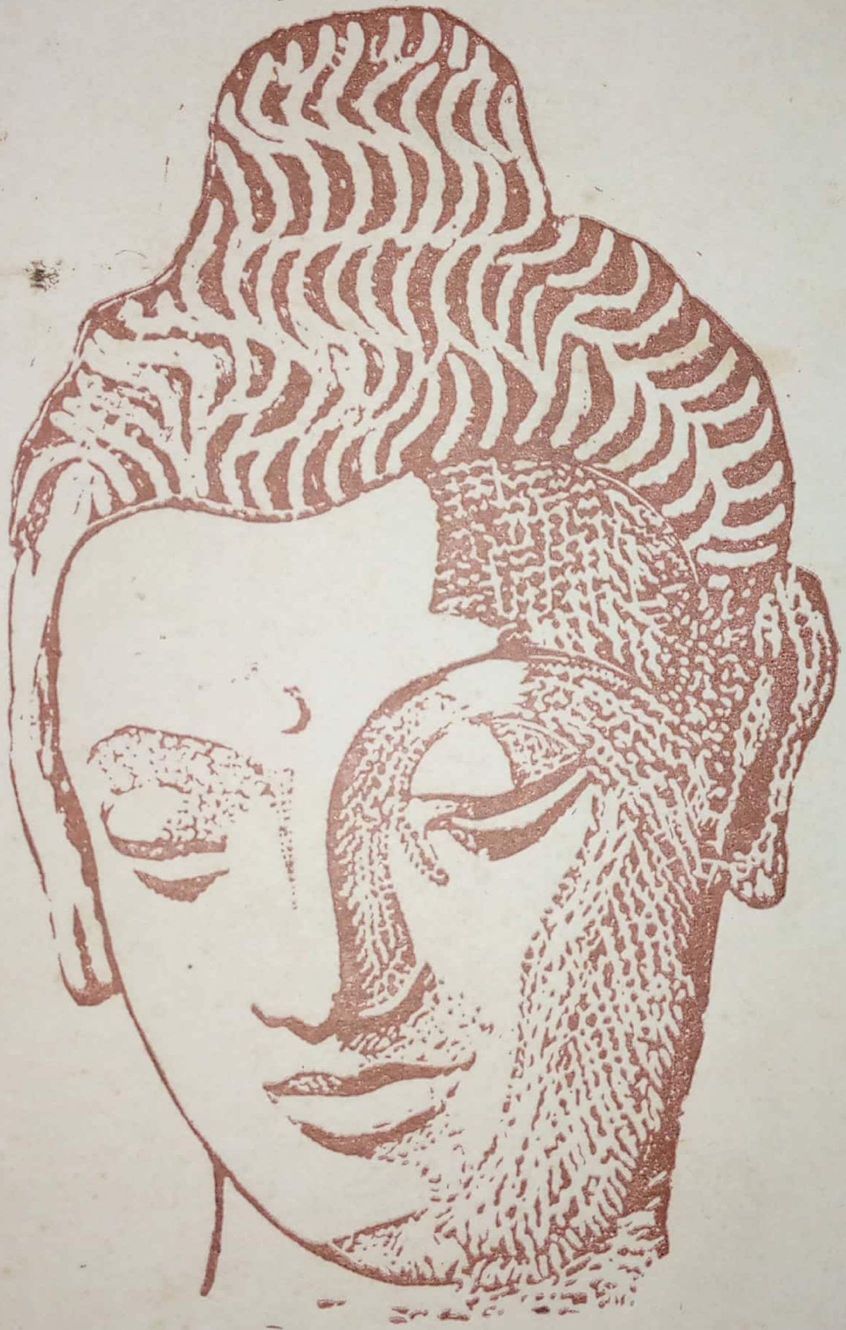
বৌদ্ধ গল্পমালা



শ্রীকার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

বৌদ্ধ গল্পমালা

প্রথম ভাগ

শ্রীকার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

বৌদ্ধ গল্পমালা ঃ

প্রথম ভাগ

প্রথম সংস্করণ

আশ্বিনী পূর্ণিমা, ১৩৯৪ বাংলা

২৫৩১ বুদ্ধাব্দ

প্রকাশক ঃ

শ্রী যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা

তদীয় সহধর্মিণী

শ্রীমতী নিরুপমা তঞ্চঙ্গ্যা

রাজস্থলী,

রাজস্থলী উপজেলা

পার্বত্য রাঙ্গামাটী জেলা

ব্লক নির্মাণে ঃ

ব্লক আর্ট, কুমিল্লা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

শ্রী সুধীর চন্দ্র সাহা, কুমিল্লা।

মুদ্রণে ঃ কর্ণফুলী প্রেস,

নিউ মার্কেট, কুমিল্লা।

ফোন ঃ ৫৫৫৯

মূল্য ঃ ১০ (দশ) টাকা মাত্র

বৌদ্ধ গল্পমালা

উদয়নবস্তু, মহাবোধিপালঙ্ককথা,
মানুষদেবতা ও বিজয়গিরি নাটক
অনাগতবংশ, দানফলকথা
শ্রী বুদ্ধের বার মাসস্মৃতি
অক্ষর গাথা
প্রভৃতি পুস্তক
রচয়িতা

শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা
কবিরত্ন
কর্তৃক বিরচিত

আমার কথা

মহা কারুণিক নাথ তথাগত বুদ্ধ দেশনা করেছেন
"সব্ব দানং ধম্ম দানং জিনাতি"

অর্থাৎ সর্ব্ব দান হতে ধর্ম্ম দানই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম দান হলো— ভগবান বুদ্ধের শ্রীমুখনিস্থত অমৃতময় উপদেশ বাণীসমূহ ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীগণের কাছে প্রচার করে পূণ্য অর্জন করা। তাই আমি এই মহৎ পূণ্য সংকল্প মনে পোষণ করে ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম ত্রিপিটক পুস্তকের জাতক হতে কয়েকটা উপদেশ পূর্ণ উপাদেয় গল্প সংগ্রহ করে সামান্য লিখা পড়া জানা উপাসক ও উপাসিকাগণের বোধগম্য পাঠ্য উপযোগী সরল বাংলা পদ্য ছন্দে বৌদ্ধ গল্পমালা নাম দিয়ে এই পুস্তক রচনা করলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পুস্তক-খানা প্রেসে ছাপাইয়া ধর্ম্ম প্রাণ নরনারীগণের হাতে তোলে দেওয়া এ যাবৎ সম্ভবপর হয়নি। যেহেতু কাগজের মূল্য আকাশচুম্বী আর প্রেসে ছাপা খরচ নাগালের বাহিরে।

আমি পূর্ব্বে বৌদ্ধ শিক্ষা, উদয়নবস্তু ও মহাবোধি পালঙ্ক কথা বহিগুলি যথা সম্ভব প্রেসে ছাপাইয়া ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীগণের কাছে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমার এই বৌদ্ধ গল্পমালা পুস্তক-খানা প্রেসে ছাপাইয়া প্রকাশ করবার জন্য আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিল্লাকে দায়িত্বভার অর্পণ করলাম। আশা করি এই পুস্তক বৌদ্ধ গল্পমালা-খানা প্রেসে ছাপাইয়া প্রকাশ করে ধর্ম্ম প্রাণ নরনারীগণের হাতে অর্পণ করে ধর্ম্মদানের মহৎ পূণ্যাংশ গ্রহণ করবে। মানব জন্ম বড় দুর্ল্লভ। এই দুর্ল্লভ মানব জন্ম লাভ করে ভগবান বুদ্ধের উপদেশবাণী-

সমূহ প্রচার করে ধর্ম্ম দানের মহৎ পূণ্যাংশ অর্জ্জন করে পূণ্যময় জীবন যাপন করে যাওয়া হলো দুর্ল্লভ মানব জীবনের একমাত্র প্রধান কর্তব্য।

পরিশেষে রাঙ্গুনীয়া উত্তর পদুয়া শাক্যমণি বিহারের অধ্যক্ষ বৌদ্ধ সাহিত্য সুসাহিত্যিক ও সুপণ্ডিত শ্রীমৎ প্রিয়দর্শী মহাস্থবির মহোদয় আমার রচিত এই বৌদ্ধ গল্পমালা পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানা আগাগোড়া পড়ে আমাকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আমি মহাস্থবির মহোদয়ের নিকট চির কৃতজ্ঞ।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটী সরকারী কলেজের বাংলার অধ্যাপক বাবু নন্দলাল শর্মা তাঁহার লিখিত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সাহিত্যিক পুস্তকে আমার রচিত পুস্তকসমূহ বিশেষভাবে সমালোচনা করে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রেখেছেন। এই পুস্তকের দ্বারা ধর্ম্ম প্রাণ নরনারীগণের যৎসামান্য উপকারে আস্‌লে আমার রচনার শ্রম সার্থক মনে কর্‌বো। সব্বে সত্তা সুখীতা হন্তু।

ইতি—

শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা



(লেখকঃ শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা)

প্রকাশকের নিবেদন

বৌদ্ধ গল্পমালা প্রকাশনার দায়িত্ব পেয়েছি অনেক আগে কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ আমরা যথা সময়ে তা' প্রকাশ করতে সক্ষম হইনি। বহু চেষ্টার পর বইটি প্রকাশ করা হ'ল। জাতক কাহিনী অবলম্বনে পয়ার ছন্দে রচিত 'বৌদ্ধ গল্পমালা' বইটি পড়ে পাঠক / পাঠিকাবৃন্দ ভগবান তথাগতের অমৃত বাণী ও নীতিকথা সম্পর্কে কিছু অবহিত হবেন ইহা আমাদের ধারণা। কর্ণফুলী প্রেসের মালিক জনাব আবদুল হালিম সরকার ও উক্ত প্রেসের কর্মচারীবৃন্দ এ বইটি প্রকাশে দিন রাত পরিশ্রম করেছেন। সে জন্য তাদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বইটি মুদ্রণে ত্রুটিমুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অনিচ্ছাকৃত কারণবশতঃ কোন ভুলত্রুটি থাকলে তৎজন্য ক্ষমা প্রার্থী।

পরিশেষে পাঠক / পাঠিকাবৃন্দের নিকট ভগবান বুদ্ধের কিছু অমৃত বাণী ও নীতি কথা পৌঁছাতে পারলে আমাদের চেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করবো। এ পূণ্যের প্রভাবে পরলোকগতা মাতৃদেবী ৺ রুক্মিনী তঞ্চঙ্গ্যার স্বর্গীয় আত্মা মুক্ত হোক এ কামনা করি।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

শ্রী যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা

শ্রীমতী নিরুপমা তঞ্চঙ্গ্যা



প্রকাশক ঃ শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা

ও

তদীয় সহধর্মিনী

শ্রীমতী নিরুপমা তঞ্চঙ্গ্যা

বৌদ্ধ গল্পমালা

সূচী-পত্র

"এক উপাসিকা নারী"

"নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স"

পুরাকালে বন্ধুমতী নগরে তখন,
বন্ধুমা নামেতে রাজা ছিল একজন।
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ রাজার ভাণ্ডার,
অশ্ব, গজ-রথ-সেনা-অগণিত তার।
বড়ই ধার্মিক রাজা মহা পূণ্যবান,
প্রজাগণ পালে যেন আপন সন্তান।
সংসার সাগরে জীব যবে ভাসমান,
তখন বিপশ্চি বুদ্ধ প্রভু ভগবান।
আবির্ভূত হইলেন ব্রহ্মাণ্ডে তখন,
অমৃত নির্বাণ পথ করে প্রদর্শন।
বন্ধুমতী নগরেতে বন্ধুমা রাজন,
পঞ্চশীল অষ্টশীল করেন পালন।
অমাবস্যা ও পূর্ণিমা অষ্টমীতে আর,
পোষধ পালন করে মাসে চারিবার।
রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র মিত্রগণ,
উপোসথ ব্রত নিত্য করেন পালন।
সে সময়ে ছিল এক দীন হীনা নারী,
জীবিকা নির্বাহ করে দাসী বৃত্তি করি।

স্বামী ঘরে গিয়া নারী বাড়ী গুরুজনে,
শ্বশুর শ্বাশুরীগণে সেবে সযতনে।
রাজ বাড়ী জল তুলি যাহা কিছু পায়,
তাহা নিয়ে দুঃখে-সুখে দিন চলে যায়।
একদিন ভাবে নারী, অন্তরে তাহার,
পূর্ব জন্মে কোন পূণ্য করি নাই আর।
সে কারণে জন্মিয়াছি গরীবের ঘরে,
দীনা হীনা—দাসীপনা করি এ সংসারে।
ইহ জন্মে যদি কোন পূণ্য নাহি করি,
না জানি মরিলে আর কোথায় গিয়া পড়ি।
স্বামীর আদেশ আমি করিয়া গ্রহন,
আমিও করিব তবে পোষধ পালন।
একদা পূর্ণিমা দিনে সেই দীনা নারী,
স্বামীর আদেশ লয়ে অতি ভক্তি করি।
বিহারেতে গিয়া করে পোষধ গ্রহন,
বিশুদ্ধ ভাবেতে শীল করেন পালন।
কাল ক্রমে আয়ূ শেষে মরি স্বর্গে গেল,
অপূর্ব সৌন্দর্য এক বিমান লভিল।
সহস্র প্রকোষ্ট শোভে বিমান ভিতরে,
মনি রত্নে ঝল-মল আলোকিত করে।
সহস্র অপ্সরা সেবে বিমানে তখন,
নানা বাদ্যে নৃত্য গীতে গাহে সর্বক্ষণ।
বহুকল্প দেবলোকে সুখ ভোগ করি,
গৌতম বুদ্ধের কালে জন্মে মর্ত্যপুরী।

মহা ধনী শ্রেষ্ঠী কুলে জন্মিল তখন,
পিতৃ গৃহে ছিল তার আশী কোটি ধন।
শ্রেষ্ঠীর দুলালী কোন দুঃখ কিছু নাই,
মাতাপিতা স্নেহে যত্নে দিন চলি যায়।
দীনা হীনা নারী জন্মে পোষধ পালনে,
সেই পূণ্য ফলে নারী অতি ভক্তি মনে।
সপ্তম বছর যবে বয়স হইল,
পটা চারা ভিক্ষুনীর কাছে ধরম শুনিল।
ভিক্ষুনী নিকটে তিনি প্রবজিত হ'ল,
বিদর্শন ভাবনাতে মনোযোগ দিল।
অরহত্ব ফল লাভ করিল যখন,
পূর্ব্ব জন্ম স্মৃতি যত হইল স্মরণ।
অন্তরে প্রবজ্যা সুখ প্রীতি উৎপাদন,
মনের আবেগে গাথা করে উচ্চারণ।

(গাথা) পালি

১। নগরে বন্ধু মতিয়া বন্ধুমা নাম খত্তি যা,
দিবসে পূণিমাযং সো উপগজ্জি উপোসথ।
"বন্ধুমতী নগরেতে বন্ধুমা রাজন,
পূণিমা দিবসে করে পোষধ পালন।"

২। অহং তেন সময়েন কুম্ভ দাসী অহং তেহিং,
দিস্বা সরাজ কং-সেনং এবাহং চিন্তাযিং তদা।
"জল তোলা দাসী আমি হই সে সময়,
এ ভাবিয়া মনে চিন্তা হইল উদয়।

রাজাসহ পাত্র মিত্র সৈন্য সেনাগণ,
উপোসথ শীল সবে করেন পালন।"

৩। রাজা পিরজ্জং ছড্ডেত্বা উপগচ্ছি উপোসথং,
সফলং বততং কম্মং জনকাযে পমোদিতো।
"রাজ কর্ম্ম ছাড়ি রাজা উপোসথ পালে,
রাজ্যে যত প্রজা পুঞ্জ সেই পথে চলে।"

৪। যোনিস পচ্চ বেকিখত্বাদুগ্‌গতঞ্চ দলিদ্দতং,
মানসং সম্পহং সেত্বা উপগচ্ছি উপোসথং।
"পূর্ব জন্মে কোন পূণ্য আমি নাহি করি,
দরিদ্রা হইয়া জন্ম করি দাসীগিরি।
দুর্গত জীবন কথা করিয়া স্মরণ, (দর্শন)
উপোসথ শীল আমি করেছি গ্রহণ।"

৫। অহং উপোসথং কত্বাসম্মা সম্বুদ্ধ সাসনে,
তেন কম্মেন সুকতেন তাবতিংস অগঞ্ছহং।

৬। তথমে সুকতং ব্যমহং উদ্ধংযোজন মুগ্‌গতং,
কুটাগার বরূ পেতং মহাসযন ভূমিতং।
"শ্রীবু শাসনে আমি শীল রক্ষা করি,
সেই পূণ্যে মরি যায় তাবতিংস পুরী।
উর্দ্ধে শৃঙ্গ উত্থিতযে যোজন প্রমাণ,
সহস্র প্রকোষ্ঠ শোভে লভেছি বিমান।"

৭। অচ্ছরা সত সহস্সানি উপট্ঠসসান্তি মংসদা,
অঞ্ঞেঞ্ঞ দেবে অতিকর্ম্ম অতিরোচমি সব্বদা।
"অপস্‌সরা শত সহস্র সেবে সদা মোরে,
মম দেহ দীপ্তি অন্যে পরাজিত করে।"

৮। চতু সট্ঠিদেব রাজ্জনং মহোসিত্তং কারযিং,
তেষট্ঠি চক্কবত্তীনং মহেসিত্তমকারযিং।
"চৌষট্টি বার হইয়া ইন্দ্রের মহিষী,
পোষধ পালনে কত সুফল পেয়েছি।
মনুষ্য লোকেতে আমি জন্মি কতবার,
চক্রবর্ত্তী রাজার মহিষী (হই) তেষট্টিবার।"

৯। সুবন্ন বন্ন-হুত্বান সংসরামি ভবাভবে,
সব্বত্থ পবরা হোমি উপবাস সিসদং ফলং।
"স্বর্ণবর্ণ মম অঙ্গ হই প্রতিভবে,
সর্ব্বত্র প্রবরা আমি হইলাম তবে।
ইহা মম উপোসথ পালনের ফল,
এসংসারে দেখ কত পুণ্য মহাবল।"

১০। হত্থিযানং অসসং যান, রথ যানঞ্চ কেবলং,
লভামি সব্ব মেবেতং উপবাস সিসদংফলং।
"হস্তী যান, অশ্ব যান রথ যান আর,
পোষধ পালনে লভি সকল প্রকার।"

১১। সোবন্নময়, রূপিময়ং অথোপিফটিকাময়ং,
"স্বর্ণময়-রৌপ্যময়-স্ফটিকময় আর,
লোহিত বর্ণের যান লভি বারবার।"

১২। কোসেয্য কম্বলী যানি খোমকপ্পা সিকানিচ,
মহা ঘানিচ দুসসানি সব্বং পটিলভামহং।
"মহার্ঘ কৌশিক বস্ত্র রেশমী কম্বল,
ক্ষোম, সুতী, লভিসব পোষধের ফল।"

১৩। অন্নং পানং খাদনীয়ং বত্থ সেনাসনানিচ,
ভোগেচ উনত্তা নত্থি উপবাস সিসদংফলং।
"অন্ন ও পানীয় আর খাদ্যভোজ্য যত,
বস্ত্র ও শয়নাসন ভোগ সম্পত্তি কত।
পরিপূর্ণ ছিল মম ভবে এ সকল,
পোষধ পালনে আমি লভিয়াছি ফল।"

১৪। বর গন্ধঞ্চ মালঞ্চ চন্নকঞ্চ বিলেপনং,
সব্ব মেতং পটিলভে উপবাস সিসদংফলং।
"উত্তম গন্ধ ও মালা-চূর্ণ বিলেপন,
লভিসব পূণ্যে আমি পোষধ পালন।"

১৫। কুটাগারঞ্চ-পাসাদং মণ্ডপং হম্মিয়ংগুহং,
সব্ব মেতং পটিলভে উপবাস সিসদং ফলং।
"উচ্চ শৃঙ্গ গৃহ আর প্রসাদ মণ্ডপ,
হর্ম্ম্য-গুহা লভি আমি পূণ্য ফলে সব।"

১৬। জাতিযা সত্তবস্সাহং পব্বজিং অনাগরিযং,
অদ্ধ মাসে অসম্পত্তে অরহত্ত পাপুনিং।
"সপ্ত বর্ষে প্রবজিত হই গৃহ ছেড়ে,
অরহত্ত্ব ফললভি অর্দ্ধমাস পরে।"

১৭। একনবুতেইতোকপ্পে সমুপোসথ মুপাবসিং,
দুগ্গতিং নাভিজানামি উপবাস সিসদংফলং।
"একানব্বই কল্প পূর্ব্বে পালিয়া পোষধ,
দুর্গতি কি নাহি জানি ফলে উপোসথ।"

১৮। কিলেসা ঝাপিতা মযহং ভবাসব্বেসমূহতা,
নাগীব বন্ধনং ছেত্বা বিহারমি অনাসবা।
"ক্লেশ মুক্ত তৃষ্ণা শূন্য আমি যে এখন,
মুক্ত মাতঙ্গিনী সম করি বিচরণ।"

১৯। সাগতং বতমে আসিবুদ্ধ সেট্ঠস্ সসন্তিকে,
তিসে্সা বিজ্জাঅনুপত্তাকতংবুদ্ধস্ সসাসনং।
"শ্রেষ্ট বুদ্ধ শ্রীচরনে করি আগমন,
পরিপূর্ণ করনীয় আমার এখন।"

২০। পটি সম্ভিদা চতসে্সাচ বিমোক্খাপিচ পটিঠমে,
ছল ভিঞ্ঞ্ঞা সচ্ছিকতাকতং বুদ্ধাস্স সাসনংতি।
"চারি প্রতিসম্ভিদা ও অষ্ট বিমোক্ষ যে আর,
ষড় ভিজ্ঞ-প্রত্যক্ষ যে করেছি এবার।
শ্রীবুদ্ধ শাসনে মম করনীয় শেষ,
পোষধপালন ফল ফলিল বিশেষ।
একদিন মাত্র আমি পরিপূর্ণভাবে,
উপোসথ শীল যত্নে পালিয়াছি তবে।
বিশুদ্ধ পালনে শীল, এত লাভবান,
এসংসারে পুণ্য বল অতীব মহান।
মনের আনন্দে গাহে উদানের গাথা,
এক উপাসিকা নাম্নী শীলরক্ষা কথা।
অরহত্ব ফল লভি প্রকাশ করিল,
গৌতম বুদ্ধের কালে নির্ব্বান লভিল।

পরিশুদ্ধ শীল যদি করিলে পালন,
অল্প মাত্র হয় যদি অতীব ফলন।
যেই দিন উপোসথ করিবে গ্রহণ,
মনকে পবিত্র রাখি অতিভক্তি মন।
বত্রিশ প্রকার কথা না বলিবে আর,
নীরবে পালন কর শুদ্ধ শীলাচার।
বুদ্ধ গুণ, ধর্ম্মগুণ; সঙ্ঘ গুণ স্মরি,
ত্রিলক্ষণ ভাবনাতে দিবস শর্ব্বরী।
অনিত্য দুঃখ-অনাত্ম মনেতে ভাবিবে,
প্রতিমাসে চারিদিন পোষধ পালিবে।
আমাবস্যা ও পূর্ণিমা অষ্টমী-দুবার,
পালন করিবে সদা সাধু শীলাচার।
দানশীল ভাবনাদি কি করিয়া যতন,
সদ্ধর্ম্ম শ্রবণে কাল করিবে যাপন।
ত্রিপিটক বুদ্ধ বাণী করিতে প্রচার,
শ্রী কাত্তিকচন্দ্র লিখে রচিয়া পয়ার।
সদ্ধর্ম্ম অমৃত বাণী মধুর সমান,
পোষধ পালন কর সাধু পুণ্যবান।

মহাকৃষ্ণ জাতক (৪৬৯)

পুরাকালে অবতীর্ণ এই ধরা ধামে,
সম্যক সম্বুদ্ধ হ'ল কাশ্যপ বুদ্ধ নামে।
বারানসী-রাজ্যে ছিল উশীনর রাজা,
রাজ ধর্ম্ম মতে নৃপ পালে রাজ্যে প্রজা।
সম্যক সম্বুদ্ধ সে কাশ্যপ ভগবন,
চারি আর্য্য সত্য ধর্ম্ম করেন ভাষণ।
শ্রী বুদ্ধ দেশনা শুনি নর-নারীগণ,
কোটি কোটি মুক্তি পেল ভবের বন্ধন।
নির্ব্বান নগরী পূর্ণ হ'ল সে সময়,
বহু বর্ষ ধরাধামে ধর্ম্ম স্থিতি রয়।
ক্রমেতে শিথিল হ'লে বুদ্ধের শাসন,
ভিক্ষুরা বিনয় মতে চলে না তখন।
অবৈধ উপায়ে করে জীবিকা পালন,
ভিক্ষু চিহ্ন রাখে মাত্র সঙ্ঘাটি ধারণ।
ভিক্ষ পাতিমোক্ষ ধর্ম্ম নাহি পালে আর,
ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী সবে নাহি শীলাচার।
ভিক্ষুগণ ইচ্ছামত করে বিচরণ,
ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী ধর্ম্ম করিয়া বর্জ্জন।
উপাসক, উপাসিকা—নাহি শীলাচার,
ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম নাহি পালে আর।
সে সময়ে লোক যত নর-নারীগণ,
দশ অকুশল কর্ম্মে করে বিচরণ।

ধর্ম্ম পূন্য নাহি কিছু অধর্ম্ম আচার,
ভিক্ষু—গৃহী-উপাসক নাহি শীলাচার।
পূন্য কর্ম্ম বিনে লোক মরিয়া তখন,
চারি অপায়েতে সবে নরকে গমন।
স্বর্গ রাজ্য শূন্য হেরি চিন্তে দেবরাজ,
অকুশল কর্ম্মে মর্ত্ত্যে নর-নারী আজ।
মর্ত্ত্যলোকে দেবরাজ হেরে দৃষ্টি করি,
নরক হয়েছে পূর্ণ—শূন্য দেব পুরী।
বুদ্ধের শাসন বুঝি হ'ল ক্ষীণ প্রায়,
পাপাচারে রত লোকে নরকেতে যায়।
ইহা দেখে দেবরাজ ভাবে মনে মন,
মাতলীকে লয়ে মর্ত্ত্যে করিব গমন।
মর্ত্ত্যেতে কুশল ধর্ম্ম গিয়া শিক্ষা দিব,
বুদ্ধের শাসণ পুনঃ উজ্জ্বল করিব।
ইহা ভাবি মাতলীকে ডাকিল তখন,
মর্ত্ত্য লোকে গিয়া চল করিব গমন।
বুদ্ধের শাসন মর্ত্ত্যে করিব প্রচার,
সহস্র বৎসর স্থায়ী হইবে আবার।
এ বলিয়া দেবরাজ মাতলীকে লয়ে,
দুই জনে মর্ত্ত্য লোকে তখন আসিয়ে।
শ্রীবুদ্ধ শাসন পুনঃ করিতে রক্ষণ,
দেবরাজ—মাতলীকে করিল তখন।
কুক্কুরের রূপ ধরে মাতলী এবার,
কদলী ফুলের মত চারি দন্ত তার।

মহাকায় কৃষ্ণ বর্ণ – কুকুর ভীষণ,
আস্তানের অশ্ব যেন দেহের গঠন।
এমন ভীষণ মূর্তি দেখি লাগে ভয়,
গর্ভিনী দেখিলে ভয়ে—গর্ভপাত হয়।
পঞ্চগুণ রজ্জু দ্বারা করিয়া বন্ধন,
রজ্জু ধরে লয়ে চলে দেবেন্দ্র তখন।
বনচর বেশে শক্র শিকারী মতন,
গলে রক্ত বর্ণ মালা করিয়া ধারণ।
পরণে কাষায় বস্ত্র করে পরিধান,
মস্তকেতে কেশ বদ্ধ—পশ্চাতে হেলান।
হস্তে বৃহৎ ধনু - জ্যা—প্রবাল বরণ,
নারাচ বজ্রাগ্র সম এক হাতে লন।
কুকুরের রজ্জু ধরি এক হাতে লয়,
দেখিলে ভীষণ রূপ লোকে পায় ভয়।
বনচর বেশে শক্র চলিল নগরে,
যোজন প্রমান দূরে অবস্থান করে।
সৃষ্টি নাশ – সৃষ্টি নাশ—হইল এবার,
সংসারেতে লোক সবে অধর্ম্ম আচার।
তিন বার মহাশব্দ করি উচ্চারণ,
লোক মনে মহাভীতি করে উৎপাদন।
তখন নগর দ্বারে প্রবেশ করিল,
ভীষণ চিৎকার রব করিতে লাগিল।
কুকুর দেখিয়া লোকে মহা ভয় পায়,
ভয় পেয়ে লোকে গিয়া রাজাকে জানায়।

একথা শুনিয়া রাজা মহা ভয়ে তার,
তাড়াতাড়ি বন্ধ করে নগরের দ্বার।
ইন্দ্র ও কুক্কুর কিন্তু দেহের প্রমাণ,
অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ ভীষণ মহান।
নগর প্রাকার তারা করিয়া লঙ্ঘন,
নগর ভিতরে করে প্রবেশ তখন।
তাহা দেখি ভয়ে লোকে করে পলায়ন,
যার যেই বাড়ী দ্বার করিল বন্ধন।
মহাকৃষ্ণ কুক্কুর সে-দেখিল যাহারে,
মহা ভয় দেখাইয়া লোক তারা করে।
রাজাঙ্গণে যে সকল ছিল লোকজন,
রাজার ভবনে গিয়া করে পলায়ন।
অন্তঃপুরী সব লয়ে রাজা উশীনর,
ভয়েতে উঠিল গিয়া- ছাদের উপর।
মহাকৃষ্ণ সম্মুখের দুই পা তখনে,
উত্তোলনে করি পাদ রাখে বাতায়নে।
মহা শব্দ গেউ গেউ করে উচ্চারণ,
ভীষণ বিকট শব্দে করেন গর্জ্জন।
নীচে অবীচি ও উর্দ্ধে ভবাগ্র আর,
মহা শব্দ পরিব্যাপ্ত হইল এবার।
সমস্ত যে চক্র বালে হ'ল নিনাদিত,
জম্বু দ্বীপে মহা শব্দ নামে অভিহিত।
শব্দ শুনে ভয়ে ভীত রাজ্যবাসীগণ,
কার মুখে কোন কথা সরেনা তখন।

এমন বিপত্তি কালে রাজা উশীনর,
ধৃতি লাভ করি রাজা বলে অতঃপর।
বাতায়নে দাঁড়াইয়া করি সম্বোধন
ওহে – ব্যাধ! করে কেন কুক্কুর গর্জ্জন।
ব্যাধরূপী শক্র বলে বড় ক্ষুধা তার,
রাজা বলে আচ্ছা তবে দিব যে আহার।
ইহা বলি রাজা ঘরে যাহা রান্না ছিল,
সমস্ত আনিয়া খাদ্য কুক্কুরকে দিল।
এক গ্রাসে মহাকৃষ্ণ করিল আহার,
গেউ-গেউ করি পুনঃ গর্জ্জিয়া আবার,
রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসেন ইহার কারন।
শক্র বলে কুক্কুর যে ক্ষুধার্ত্ত এখন.
রাজা-তবে হস্তি—ঘোড়া জন্যে খাদ্য যত।
কুক্কুর আহার লাগি দিলেন সমস্ত,
মহাকৃষ্ণ এক গ্রাসে নিঃশেষ করিল।
নগর বাসীর খাদ্য সব প্রদানিল,
নিমিশেষে উদরস্থ কুক্কুর খাইল।
কুক্কুর আবার পুনঃ গর্জ্জিয়া উঠিল,
ইহা দেখি রাজা অতি ভয় ভীত হন।
কুক্কুর যে যক্ষ হবে ভাবে মনে মন,
রাজা তবে পুনঃবার জিজ্ঞাসে তখন।
বল কি কারনে হেথা কর আগমন,
ভয়ে ত্রাসে উশীনর জিজ্ঞাসে আবার,
প্রথম গাথায় রাজা কহে পুনঃবার।

"গাথা"

১। কালো কালো বিকট কালো দাঁতগুলো সব সাদা,
গায়ে আছে অসীম শক্তি (তাই) পাঁচ দড়িতে বান্ধা।
পোষ কেন এমন কুক্কুর (যারে) দেখলে ভয় পায়,
বুদ্ধিমান্ত তোমায় বাপু দেখায় চেহারায়।
ইহা শুনি শক্র বলে দ্বিতীয় গাথায়,
কি কারনে আসিয়াছি আমি যে হেথায়।

২। আসে নাই কৃষ্ণ হেথা মৃগ মাংস করিতে ভক্ষণ,
খাইবে মনুষ্য মাংস করি যদি বন্ধন মোচন।
রাজা জিজ্ঞাসেন পুনঃ কুক্কুর তোমার,
সকল মনুষ্য মাংস করে কি আহার।
কিংবা তব শত্রু যত কুক্কুর খাইবে,
ইহা শুনি ইন্দ্র পুনঃ বলিলেন তবে।
এসংসারে মম শত্রু যত আছে আর,
আমার শত্রুকে মাত্র করিবে আহার।
কেবা মম শত্রু জান সংসারে এখন,
অধর্ম্মের পথে যারা করে বিচরণ,
পাপিষ্ঠ কুকর্ম্মে রত অতি দুরাচার।
সে সব আমার করিবে আহার,
রাজা বলে অধার্ম্মিক বলে কেবা হয়।
বিস্তারিয়া অধার্ম্মিক দাও পরিচয়।
ইন্দ্র বলে সবিস্তারে দশটি গাথায়,
কেবা কেবা অধার্ম্মিক প্রকাশিল তায়।

৩। মস্তক মুণ্ডন করি ভিক্ষা পাত্র হাতে,
কেবল সঙ্ঘাটি দ্বারা আবরি দেহ তাতে।
ধরি শ্রমণের বেশ কৃষি বৃত্তি করে,
অকুশল কর্ম করে লিপ্ত পাপাচারে।
সেই সব পাপিদের বিনাশ কারণ,
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৪। মুণ্ডিত মস্তক করি প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
কেবল সঙ্ঘাটি দেহে করিয়া ধারণ।
ভিক্ষুনীর বেশ ধরি গোপনে গোপনে,
রত হয় গৃহ মধ্যে ইন্দ্রিয় সেবনে।
সেই সব পাপিষ্ঠার বিনাশ কারণ।
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন,

৫। কাষায়না দাড়ি গোঁফ দেখায় যাহারা।
ক্ষত যেন ওষ্ঠ খানি বড়ই তাহারা,
মস্তকের জটা তার—আকীর্ণ ধূলায়।
মলে লিপ্ত দন্ত পঙক্তি দেখি ঘৃনা হয়,
ভিক্ষালব্ধ ধনে-এমন সন্ন্যাসীগণ,
ঋণদান বৃত্তি যবে করিবে গ্রহণ।
তখন সে ভণ্ডদের বিনাশ কারণ,
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৬। দেবত্রয় গায়ত্রী – যজ্ঞের প্রকরণ,
শিখি সব করি যদি যজ্ঞ সম্পাদন।
যজমান ধন শুধু শুষিবার তরে,
মিথ্যা বাক্য বলি যিনি ধন লাভ করে।

সে দুষ্ট দ্বিজের তরে বিনাশ কারণ,
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৭। মাতা পিতা জরা জীর্ণ যৌবনাবসানে;
যেই পুত্র নাহি পালে খাদ্য বস্ত্রদানে।
যাহারা না করে সেবা—থাকিতে শকতি,
ভরণ পোষণ নাহি করে পুত্র মূঢ় মতি।
বিনাশিতে সেইরূপ নরাধমগণ,
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৮। মাতা পিতা জরা জীর্ণ বিগত যৌবন,
অপমান করে সেই মূর্খ পুত্রগণ।
কি জান তোমরা? কিছু বুদ্ধি নাই এখন,
মাতা পিতা গালিদেয় পুত্র অনুক্ষণ।
মাতা পিতা সেবা যত্ন না করে যেজন,
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৯। মাতুলানী, পিতৃস্বসা—বন্ধু পত্নী আর,
অথবা আচার্য্য পত্নী সাথে কামাচার।
পর নারী ব্যভিচার করে যেই জন,
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন সেই মূর্খগণ।
সেই সব লম্পটের বিনাশ কারণ,
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

১০। জনমিয়া যেইজন কুলেতে ব্রাহ্মণ,
অসি্ চর্ম্ম, খড়্গ আদি করিয়া ধারণ।
রত হয়—পথিকের প্রাণান্ত সাধনে,
ব্যাধ বৃত্তিরত সদা প্রাণীর হননে।

বিনাশিতে সেই সব দুরাচারগণ,
করিব কুক্কুরের আমি বন্ধন মোচন।

১১। ঘসি মাজি শরীরের বর্ণ সুচিক্কন,
করে যারা বিধবার ভুলাইতে মন।
নিয়ত মর্দ্দন করি পাদ বিধবার,
হইয়াছে অতিস্থূল বাহু যে যাহার।
অথচ ধরিতে অস্ত্র না আছে শকতি,
বিধবার শত্রু এরা ! সেই দুষ্টমতি।
বিধবার ধন হরি—লয়ে চলি যায়,
অন্য নারী সনে প্রেম করে সর্ব্বদায়।
বিনাশিতে এই সব দুরাচারগণ,
করিব কুক্কুরের বন্ধন মোচন।

১২। মায়াবী—কপটাচারী দুরাশয়গণ,
মনেতে অসাধুভাব করিয়া পোষণ।
যাহারা এভূমণ্ডলে নিঃসঙ্কোচে যবে,
জুয়াচোর-মদ্‌খোর সদায় ভ্রমিবে।
বিনাশিতে সেই সব পাপীর জীবন,
করিব কুক্কুরের আমি বন্ধন মোচন।
শক্র বলে অধার্ম্মিক নর-নারীগণ,
সকল আমার শত্রু শুনহে রাজন।
আমার কুক্কুর সবে করিতে ভক্ষণ,
শত্রুর উদ্দেশ্য লম্ফ দিতেছে এখন।
যেইখানে আছে অধার্ম্মিক দুরাচার,
আমার কুক্কুর সবে করিবে আহার।

বৃহৎ জন সঙ্ঘের অন্তর তখনে,
মহা ভয় জন্মিলেন তাহাদের মনে।
শক্র দেখে ভয়ে ভীত সর্ব্ব লোকজন,
কুক্কুরটি রজ্জু দ্বারা করে আকর্ষণ।
ব্যাধ বেশ পরিহরি দেবেন্দ্র তখন,
আকাশে আসীন হয়ে দিল দর্শন।
শুন ওহে মহারাজ ? আমার বচন,
স্বয়ং ইন্দ্র আমি করি আগমন।
পৃথিবী অধর্ম্মে পূর্ণ নারীগণ,
সেই হেতু আসিয়াছি এখানে এখন।
অধর্ম্মের পথে লোকে করি বিচরণ,
মৃত্যু পরে অপায়েতে—নরকে গমন।
নরকেতে পূর্ণ আজি পাপের কারণে,
অকুশল কর্ম্ম করে যত নরগণে।
দশ অকুশল কর্ম্মে নরক হইল পূর্ণ,
পূণ্য কর্ম্ম নাহি করে দেব লোক শূন্য।
দশ অকুশল কর্ম্মে লিপ্ত নরগণ,
বিনাশ করিব আমি অধার্ম্মিকগণ।
ত্রিচীবর নাহি গায়ে সঙঘাটি কেবল,
ভিক্ষা পাত্র হাতে করি ভিক্ষু যে সকল।
হাল চাষ করে ভিক্ষু—জমি কিনে আর,
বন্ধকীর মহাজনী করেন কারবার।
একবিংশতি উপায়ে ভিক্ষুরা যখন,
ভিক্ষুর বিনয় মতে না চলে কখন।

ভিক্ষুনীর সঙ্গে বাস করি ভিক্ষুগণ,
পুত্র-কন্যা লয়ে করে জীবন ধারণ।
বাস্তবিদ্যা, অঙ্কবিদ্যা,—গণাপড়া করে,
বৈদ্য কর্ম্ম—দূত কর্ম্ম—মন্ত্র ঝারে ফুরে।
নানা মিথ্যা ছলনাতে লোকেরে ভুলায়,
গ্রহ পূজা করে আর তাবিচ ভাঙ্গায়।
নামে মাত্র ভিক্ষু ধর্ম্ম করেণ পালন,
ভিক্ষু পাতিমোক্ষনীতি না জানে কখন।
এসব দুঃশীল ভিক্ষু নরকেতে যাবে,
নরক যন্ত্রণা তারা নিশ্চয় ভোগিবে।
ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম না রাখিবে যারা,
শুভা শুভ বলে দিবে মিথ্যা গণাপড়া।
গ্রহ দোষে গ্রহ পূজা শান্তির কারণ,
মিথ্যা বলি করিবেন ধন উপার্জ্জন।
এই মতে পুত্র কন্যা পালিবে ব্রাহ্মণ,
মরিলে করিবে তারা নরকে গমন।
মাতা পিতা কত যত্নে পুত্র কন্যাগণ,
শিশুকাল হতে করে লালন পালন।
মাতা পিতা কতগুণ অনন্ত অপার,
যাহার কৃপায় দেখে জগত সংসার।
পুত্র না চিনিলে হেন উপকারী জন,
জনক জননী সেবা না করে যেজন।
বড় হয়ে পুত্র যদি ফিরে নাহি চায়,
মরিলে সে নরাধম—যাইবে অপায়।

মাসী, পিসী, মাতুলানী সঙ্গে যেইজন,
বন্ধু ভার্য্যা-গুরু পত্নী যে করে রমন।
পরনারী সনে করে মিথ্যা কামাচার,
সে সকল অধার্ম্মিক পাপী দুরাচার।
মরিলে নরকগামী নিশ্চয় হইবে,
কিংবা পশু পক্ষী কুলে জনম লভিবে।
শুন তবে মহারাজ? আমার বচন,
অধর্ম্মের পথে যারা করে বিচরণ।
এসব পাপিষ্ঠগণ বিনাশ করিতে,
কেমনে করিব জানা আছে ভাল মতে।
আজি হ'তে ধর্ম্ম পথে চলিবে রাজন,
রাজ ধর্ম্ম মতে পাল রাজ্যে প্রজাগণ।
পঞ্চশীল ধর্ম্ম সদা পালন করিবে,
মাসে চারিদিন রাজা পোষধ পালিবে।
অমাবস্যা পূর্ণমাসী অষ্টমীতে আর,
উপোসথ শীল রক্ষা করিবে এবার।
কুশল কর্ম্মেতে রত থাকিবে রাজন,
পুত্রসম প্রজাগণ করিবে পালন।
দানশীল ভাবনাদি রাখিবে অন্তরে,
চলিবে জীবন পথে ধর্ম্ম পূজ্য করে।
শীল ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে রাজ্যবাসীগণে,
পঞ্চশীল-অষ্টশীল—পালিবে যতনে।
প্রাণীহত্যা চুরি কর্ম্ম না করে যেমন,
মিথ্যা কামাচার নাহি করে কোন জন।

সত্য কথা বলে যেন মিথ্যা পরিহরি,
মদ্ নেশা, আফিং, গাজা পরিত্যাগ করি।
দান ধর্ম্ম পূণ্য কর্ম্ম করি সর্ব্বজন,
মরিলে স্বর্গেতে যেন করেন গমন।
এইরূপে শক্র তবে দেশনা করিল,
রাজাকে অনেক কিছু উপদেশ দিল।
ইন্দ্র তবে আদেশিল রক্ষিতে শাসন,
শ্রী বুদ্ধের নীতি যত্ন করিতে পালন।
ইহা বলে স্বর্গে ইন্দ্র করিল গমন,
ধর্ম্ম পথে চলে রাজা—রাজ্যবাসীগণ।
অকুশল ত্যাগ করি দান ধর্ম্ম করে,
ধর্ম্ম ফলে মরি লোক যায় স্বর্গপুরে।
এইরূপে পুনঃবার হ'ল অতঃপর,
বুদ্ধের শাসন স্থিতি সহস্র বৎসর।
শ্রী গৌতম ভগবান দেশনা করিল,
ভিক্ষুগণ কাছে ইহা বুদ্ধ প্রকাশিল।
তথাগত বলিলেন শুন শিষ্যগণ,
লোকঙ্গিত চর্য্যা আমি পূর্ব্বেও যখন।
তখন কাশ্যপ বুদ্ধ শাসন সময়,
অধর্ম্ম করিয়া লোকে—যায় যে নিরয়।
দেবরাজ ইন্দ্র আমি ছিলাম তখন,
আনন্দ মাতলী ছিল শুন ভিক্ষুগণ।
মাতলীকে লয়ে আমি এসে মর্ত্তাপুরী,
বুদ্ধের শাসন পূনঃ জাগরিত করি।

সেই ধর্ম্ম স্থিতি ছিল সহস্র বৎসর,
নরনারী দান ধর্ম্ম করি অতঃপর।
মরি স্বর্গ লোক পূর্ণ হইল আবার,
কোটি প্রাণী মুক্ত হ'ল ভব কারাগার।
শ্রী বুদ্ধ দেশনা শেষে লভে বহুজন,
স্রোতাপত্তি মার্গ ফল লভিল তখন।
ত্রিপিটক বুদ্ধ বাণী করিতে প্রচার,
শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র লিখে রচিয়া পয়ার।

রাজা স্বাধীন জাতক (৪৯৪)

পুরাকালে মিথিলায় স্বাধীন নামেতে,
রাজা—এক, রাজ্য করে যথা ধর্ম্ম মতে।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা মহা পুণ্যবান,
দান ধর্ম্মে নাহি কেহ—তাহার সমান।
চতুর্দ্বারে—চারিখানা দান শালা আর,
প্রাসাদ সম্মুখে দুই দান শালা তার।
ছয়খানা দান শালা করিয়া স্থাপন,
মহা দানে রত রাজা—হইল তখন।
সমস্তই জম্বুদ্বীপে নর-নারীগণ,
স্বাধীন রাজার দান করিয়া গ্রহণ।
কৃষি কর্ম্মে প্রয়োজন নাহি হয় আর,
মুক্ত হস্তে দানে রাজা—খুলিয়া ভাণ্ডার।
প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করি,
দান শালে করে দান দিবস শর্ব্বরী।
পঞ্চশীল রক্ষা করে স্বাধীন রাজন,
মাসে চারি দিন করে পোষধ পালন।
রাজা উপদেশ মতে রাজ্যবাসীগণ,
পঞ্চশীল, অষ্টশীল, করেন পালন।
দান ধর্ম্ম পুণ্য করি লোকজন,
মরি স্বর্গে চলি যায়—ধার্ম্মিক সুজন।
নরলোকে করিলোকে পুণ্য অনুষ্ঠান,
পুণ্য বলে স্বর্গ পুরে যায় পুন্যবান।

মর্ত্ত্য লোকে দান ধর্ম্ম করি নরগণ,
দেব লোকে পরিপূর্ণ হইল তখন।
ইন্দ্রের সুধর্ম্ম নামে দেব সভা ছিল,
দেব পুত্রগণ মিলি পরিপূর্ণ হ'ল।
দেবরাজ সমীপেতে বলে দেবগণ,
মিথিলার রাজা বড় পূন্যবান হন।
দান ধর্ম্ম শীলগুণ করেণ বর্ণন,
বড়ই ধাম্মিক তিনি স্বাধীন রাজন।
নর লোকে তাঁর সম নাহি পূন্যবান,
পরম ধাম্মিক রাজা বড় শীলবান।
অন্য দেবগণ তাহা করিয়া শ্রবণ,
ইচ্ছা হ'ল সে রাজাকে করিতে দর্শন।
দেবরাজ শক্র তাহা জানিতে পারিয়া,
ইন্দ্র কহে দেবগণে জিজ্ঞাসা করিয়া।
স্বাধীন রাজাকে তবে চাও দেখিবারে,
হাঁ—দেবরাজ! সবে কহিল উত্তরে।
দেখিবারে ইচ্ছা বড়—হয়েছে রাজন,
দেব সভা মধ্যে বলে দেব পুত্রগণ।
দেব রাজ মাতলীকে আদেশ করিল,
বৈজয়ন্ত রথ লয়ে তুমি মর্ত্ত্য চল।
মিথিলা রাজ্যেতে আছে স্বাধীন নৃপতি,
তাঁহাকে লইয়া স্বর্গে আন শীঘ্র গতি।
বৈজয়ন্ত রথে নৃপে করি আরোহণ,
স্বর্গপুরে মহারাজে কর অনয়ন।

মাতলীযে আজ্ঞা বলি মর্ত্ত্যে অতঃপর,
বৈজয়ন্ত রথ লয়ে চলিল সত্বর।
সেই দিন পূর্ণ মাসী নিশিতে ধরায়,
চারিদিকে আলোকিত ধবল জ্যোৎস্নায়।
মিথিলা নগরে যত রাজ্যবাসীগণ,
গগণেতে পূর্ণচন্দ্র করে নিরীক্ষণ।
রাজ্যবাসী সবে দেখে অতীব বিস্ময়,
কেন আজি দুই চন্দ্র হয়েছে উদয়।
বলা বলি করে সবে অদ্ভুত ব্যাপার,
দুই চন্দ্র দেখি আজ গগণ মাঝার।
বৈজয়ন্ত রথ অতি দ্রুত চলমান,
চন্দ্র হতে কিছু দূরে হ'ল ব্যবধান।
লোকে বলে চন্দ্র নহে রথ মনে হয়,
স্বর্গ হ'তে দেব পুত্র আসিবে নিশ্চয়।
সহস্র সৈন্ধব যুক্ত রথখানি হবে,
স্বপ্নসম দিব্য রথ মর্ত্ত্যেতে আসিবে।
আমাদের রাজা বড় ধাম্মিক শীল বান,
নর লোকে তাঁর সম নাহি পুণ্যবান।
এই হেতু দেবরথ—করে আগমন,
জীবিত রাজাকে বুঝি করিতে বহন।
ধর্ম্মরাজ লাগি রথ করে আগমন,
বলাবলি করে সবে আনন্দে তখন।
মিথিলার আছে যত রাজ্যবাসীগণ,
এইবার দিব্য রথ করিব দর্শন।

ধাৰ্ম্মিক রাজাকে সবে প্রশংসা করিতে,
আনন্দে বলিছে তবে কৃতাঞ্জলী পুটে।
১। অহো কি অদ্ভুদ দৃশ্য? সৰ্ব্ব অঙ্গ আনন্দে শিহরে,
দিব্য রথ প্রাদুর্ভূত—যশস্বী মিথিলা রাজ তরে!
ভূতলে নামিয়া রথ মাতলী তখন,
নগর নিকটে রথ করে আনয়ন।
আনন্দ ধ্বনীতে সবে ভক্তি শ্রদ্ধা করে,
গন্ধ মাল্য দিয়া লোকে রথ পূজা করে।
মিথিলার রাজ পুরী নিকটে আসিল.
তিনবার প্রদক্ষিণ মাতলী করিল।
রাজার ভবনে রথ দ্বার দেশে তবে,
রথ ফিরাইয়া রাখে দেখিলেন সবে!
বাতায়ন দেহলীর পশ্চিমের দ্বারে,
স্বর্গ আরোহণ সাজে অবস্থিত করে।
সেই দিন রাজা দেখে দানশালে গিয়া,
দান কাৰ্য্য চলিতেছে কেমন করিয়া।
কৰ্ম্মচারী যত আছে সকল দেখিল,
ভাল মতে দান দিতে উপদেশ দিল।
উপোসথশীল রাজা করিয়া গ্রহণ,
ধৰ্ম্ম বেদী মধ্যে গিয়া লইল আসন।
সারাদিন ধৰ্ম্ম চিন্তা করিয়া রাজন,
দিবা শেষে রাজাসহ পাত্র মিত্রগণ।
মহা বেদী তলে গিয়া সকলে বসিল,
পূৰ্ব্ব বাতায়ন মুখে সমবেত হ'ল।

দান ধর্ম্ম শীলগুণ আলোচনা করে,
দান ধর্ম্ম পূন্য বিনে কি আছে সংসারে
শ্রদ্ধা চিত্তে কর দান - রক্ষ শীল ভবে,
ভাবনা বিরাজ মনে—মানুষ দেবতা হবে।
শীলেতে সুগতি লাভ, শীলে ভোগ সম্পদ পায়,
শীলেতে নির্ব্বান লাভ—শীল বিশুদ্ধিতায়।
সেই সময়ে মাতলী দিল দরশন,
মহারাজে অনুরোধ করিল তখন।
মাতলী কহিল তবে—শুনহে রাজন,
দেখিবারে ইচ্ছা বড় স্বর্গে দেবগণ।
দেবরাজ পাঠিয়েছে - বৈজয়ন্ত রথে,
আরোহণ করি স্বর্গে আপনাকে নিতে।
মাতলী বলিল যদি শুভ সমাচার,
শুনিয়া স্বাধীন রাজা আনন্দ অপার।
রাজাকে তুলিয়া রথে মাতলী চলিল,
বৈজয়ন্ত রথ লয়ে প্রস্থান করিল।
এইসব বৃত্তান্ত বিশদ ব্যাখ্যা কথা,
সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা বলিলেন গাথা।

২। দেব পুত্র ঋদ্ধিমান ইন্দ্রের সারথী মাতলী,
করিলেন নিমন্ত্রণ বিদেহ রাজেরে এই বলি।

৩। এই রথে আরোহণ কর তুমি নৃপতি প্রধান,
দেবেন্দ্র প্রেরীল দিব্য রথ তব সন্নিধান।
ইন্দ্র ত্রয়ত্রিংশদেব-দেখিতে তোমায় সবে চায়,
স্মরণে তোমারে তাঁরা-রয়েছেন তব প্রতীক্ষায়।

সমবেত হয়ে সবে মহেন্দ্রের সুধর্ম্ম সভাতে,
রয়েছেন দেবগণ মহারাজে তাহারা দেখিতে।
মাতলীর অনুরোধ তবে শুনি ধাম্মিক রাজন,
৪। ফিরাইয়া মুখ ভূপ, মাতলীকে করিয়া দর্শন।
সহস্র তুরগ যুক্ত দেব রথে করে আরোহন,
আরোহি সে দিব্য রথে দেব লোক করিল গমন।
৫। উপস্থিত দেখি তাঁরে দেব পুত্রগণ হৃষ্ট মনে,
করিলা অভিনন্দন, সুমধুর স্বাগত বচনে ঃ—
"এস হে রাজ'র্ষে, মোরা বড় সুখ পাইলাম আজ ;
আসন গ্রহণ কর দেবেন্দ্রের পাশে মহারাজ।
৬। শক্র নিজে অভ্যর্থনা করিলেন মিথিলা রাজের,
দিলেন আসন তাঁর আর যত সামগ্রী ভোগের।
৭। বলেন দেবেন্দ্র তাঁরে "দেব লোকে তব আগমন,
রয়েছে রাজর্ষে আজ— সাতিশয় সুখের কারণ।
যত কাম্য বস্তু আছে সমস্তই দেবের আয়ত্ত ;
এয়ত্রিংশ লোকে থাকি কর ভোগ দিব্য সুখ নিত্য।
দেবরাজ বলিলেন তাহা পুনঃবার,
দশ সহস্র যোজন ব্যাপীয়া আমার।
আধিপত্য যত মম দেবের নগর,
সার্দ্ধ-দ্বিকোটি—অপসরা অতঃপর।
বৈজয়ন্ত প্রাসাদ ও দুভাগে সমান,
মিথিলার মহারাজে করিলাম দান।
দেবৈশ্বর্য্য পরিভোগ কর মহারাজ,
দুই ভাগে এক অংশ দিল দেবরাজ।

দানশীল পূন্য ফলে দেবের সম্পত্তি,
দিব্য সুখ করে ভোগ স্বাধীন নৃপতি।
বহুদিন সুখে রাজা দেবপুরে ছিল,
সপ্তম পুরুষ গত নরলোকে হ'ল।
দিব্য সুখ লভে রাজা মনুষ্য গণায়,
সপ্ত শত বর্ষ তবে গত হয়ে যায়।
দেব লোকে থাকি সুখে স্বাধীন রাজন,
পূন্য ক্ষয়ে আয়ু ক্ষয় হইল তখন।
প্রীতি সুখ আনন্দেতে নাহি তাঁর মন,
দিব্য সুখে রমিত সে হয় না এখন।
মনের অবস্থা বুঝি স্বাধীন রাজন,
দেবরাজ সঙ্গে তিনি করে আলাপণ।
স্বর্গে আমি এত দিন নৃত্য বাদ্য গীতে,
পরম আনন্দ আমি পাইতাম চিত্তে।
এবে কিন্তু এ সকলে হই না প্রসন্ন;
হইল কি-আয়ুক্ষয়? মরণ আসন্ন।
অথবা কি মূঢ় আমি হয়েছি এখন,
এদশা দেবেষ, মোর হ'ল কি কারণ।
দেবরাজ উত্তরেতে বলিল তখন,
শুন তবে মহারাজ। ইহার কারণ।
৯। হয় নাই আয়ুক্ষয়; সুদূর মরণ তব,
হও নাই মূঢ় তুমি অথবা বীর পুঙ্গব।
পূন্য ও পবিত্রা তব হয়েছে নিঃশেষ এবে,
সুফল তাহার আর কেমনে পাইবে ভবে।

১০। তথাপি এখানে থাকি ত্রয়ত্রিংশ দেবসহ,
ভূঞ্জ মম অনুগ্রহে দিব্য সুখ অহরহ।
দেবরাজ অনুগ্রহ প্রত্যাখান করে,
মহারাজ মহা সত্ত্ব বলিল উত্তরে।
১১। যাঞ্চা যান কিংবা যাচ্ঞা লব্ধ ধন,
অপরের দত্ত সুখ তাঁহারই মতন।
১২। পরদত্ত সুখ আমি ভুঞ্জিতে না চাই,
নিজ কৃত পূন্য ফলে সুখ যেন পাই।
তাহাই প্রকৃত সুখ নিজস্ব আমার,
পর অনুগ্রহ বিনা প্রাপ্তি ঘটে যার।
১৩। তাই আমি পরলোকে ফিরিয়া এখন,
করিব কুশল কর্ম্ম—বহু সম্পাদন।
হইব সংযমী দান্ত, দান শীল আর,
সেই সুখী হয় যেই হেন সদাচার।
ধরে না এমন কার্য্য—সেজন কখন,
অনুতাপানলে দগ্ধ হয় যাতে মন।
শুনিয়া রাজার কথা দেব পুরন্দর,
মাতলীকে ডাকি আজ্ঞা দিলেন সত্বর।
বৈজয়ন্ত রথে নৃপে করি আরোহণ,
স্বাধীন রাজাকে মর্ত্ত্যে করহ প্রেরণ।
আজ্ঞা পেয়ে নৃপে লয়ে মাতলী চলিল,
মিথিলার রাজোদ্যানে রাজাকে রাখিল।
বাগানে স্বাধীন রাজা করে চঙক্রমণ,
উদ্যান পালক তাঁরে করিল দর্শন।

দেখিয়া উদ্যান পাল জিজ্ঞাসা করিল,
স্বাধীন নৃপতি তারে পরিচয় দিল।
উদ্যান পালক তাহা-জানি বিবরণ
নারদ রাজার কাছে গিয়া বলিল তখন।
শুনিয়া নারদ রাজা সংবাদ যখন,
রাজোদ্যানে আসিয়াছে স্বাধীন রাজন।
জানিয়া নারদ রাজা এই সমাচার,
উদ্যান পালকে আজ্ঞা দিল পুনঃবার।
বাগানে সাজায়ে রাখ দুইটি আসন,
পাশাপাশি দুইখানা করিবে স্থাপন।
একটি আসন হবে বসিতে তাঁহার,
অন্যটি আসন হবে বসিতে আমার।
উদ্যান পালক তবে রাজা আজ্ঞা শুনি,
বাগানে আসন দুটি রাখিলেন তিনি।
তাহা দেখি জিজ্ঞাসিল স্বাধীন রাজন,
পাশাপাশি দেখি কেন দুইটি আসন।
উদ্যান পালক কহে একটি আপনার,
অন্যটি আসন হবে—নারদ রাজার।
আমার সম্মুখে হবে কাহার আসন,
শুনিয়া কহিল তবে স্বাধীন রাজন।
এমন যে কোন প্রাণী নাই এ সংসারে,
আমার সম্মুখে কেহ বসিবারে পারে।
স্বাধীন রাজন তবে বসে একাসনে,
দুই পাদ তুলে রাখে অন্যটি আসনে।

উপস্থিত হ'ল তবে নারদ রাজন,
স্বাধীন রাজার দুই বন্দিল চরণ।
আসন নীচেতে রাজা নারদ বসিল,
স্বাধীন কুশলতারে জিজ্ঞাসা করিল।
সে সময়ে নর লোকে আয়ু বরাবর,
পরমায়ু ছিল মাত্র একশত বৎসর।
স্বর্গেতে স্বাধীন রাজা দিব্য সুখে ছিল,
সপ্ত শত বর্ষ মর্ত্ত্যে গত হয়ে গেল।
সপ্ত পুরুষ গতে নারদ অধস্তন,
পুণ্য বলে দীর্ঘজীবি স্বাধীন রাজন।
পুণ্য বলে নরগণ দীর্ঘ আয়ু হয়,
অল্প আয়ু হয় লোকে হ'লে পুণ্য ক্ষয়।
দান ধর্ম্ম শীলগুণ অতি বল বলে,
নর লোকে কিবা আছে পুণ্যের সমান।
নারদের হাত ধরে স্বাধীন রাজন,
দুই রাজা বাগানেতে করে বিচরণ।
তখন স্বাধীন রাজা গাথা এক বলে,
এই রাজ্যে গেল সপ্তম পুরুষ চলে।
১৪। এই কৃষি ক্ষেত্র সব—এই জল নালি,
সুন্দর নির্গম পথ রয়েছে সবগুলি।
জল নিঃসরণ তরে ; দুই পাশে তার,
সবুজ তৃণের রাজি শোভে মনোহর।
কুল—কুল—তানে এই স্রোতবতীগণ,
বহিতেছে পূর্ব্বে তাহা—বহিত যেমন।

১৫। অতি রমনীয় এই পুষ্করিনী ছিল,
পদ্মোৎপল সমাচ্ছন্ন—জল নিরমল।
চক্রবাক, মিথুনের—মধুর কূজনে,
অলি, পিক গুঞ্জরণে সেই ফুল বনে।
সদা মুখরিত, হের শোভে তট দেশে.
মন্দার তরুর রাজি মনোহর বেশে।
১৬। সেই ক্ষেত্র, সেই স্থান—সেই বনগুলি,
সেই নদী, পুষ্করিণী রয়েছে সকলি।
কিন্তু যারা পরিচিত—আছিল আমার,
কোথা তারা? একজন (ও) দেখিনা আর।
চিনেনা আমায় কেহ এখানে এখন,
শূন্যবৎ লাগে নারদ আমার নয়ন।
নারদ কহিল তবে মহারাজ জান,
দেব লোকে করিয়াছ আপনি প্রস্থান।
সপ্তশত বৎসর অতীত হয়ে গেল পার,
সাত পুরুষ অধস্তন আমি আপনার।
আপনার সে সেবক যারা যারা ছিল,
সকলেই মৃত্যু মুখে পতিত যে হ'ল।
কুল ক্রমাগত রাজ্য এই আপনার.
আপনি করুন ভোগরাজ্য পুনঃবার।
উত্তরে স্বাধীন রাজা বলিল তখন,
শুন বৎস! রাজ্যে মম নাহি প্রয়োজন।
আসি নাই—আমি হেথা—রাজ্যের কারণ,
পূন্য অনুষ্ঠান শুধু করিব এখন।

১৭। দেখিয়াছি কত আমি দেবতা ভবন,
চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত উজ্জ্বল বরণ।
যাপিয়াছি কত কাল দেবতা সমাজে,
দেখিয়াছি দেব রাজে বসিয়া সম্মুখে।

১৮। দেব লোকে দীর্ঘকাল আমি যাপিয়াছি,
দিব্য সুখ সর্ব্ববিধ—ভোগ করিয়াছি।
সর্ব্বকাম্য বস্তু ভোগী ত্রয়ত্রিংশপুর,
দেবতার সঙ্গে সুখ পেয়েছি প্রচুর।

১৯। দেখি এ সকল ভূক্তি সুখ দেবপুরে,
ফিরিনু হেথায়, পূন্য উপার্জ্জন তরে।
চরিব ধর্ম্মের পথে বাঁচি যত দিন,
ইচ্ছা মোর নাই আর রাজত্ব করিতে।

২০। যে পথে চরিলে জীব দণ্ড নাহি পায়,
বুদ্ধ প্রদর্শিত সেই সুপথে এখন তায়।
চরিতে সংকল্প মম—তথাগতগণ,
সে পথে চরিয়া লাভ করেণ নির্ব্বান।
নারদ কহিল রাজ্য করুন শাসন,
স্বাধীন বলিল রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
সপ্ত শত বৎসরে যেই করিতাম দান,
সাত দিনে সেই দান করিব প্রদান।
উত্তম সংকল্প ইহা নারদ বলিল,
মহাসত্ত্ব প্রস্তাবেতে সম্মত হইল।
এই বলি মহাদান কার্য্য আয়োজন,
নারদ নৃপতি সব করিল তখন।

সপ্তাহ ব্যাপীয়া দান স্বাধীন করিল,
সাত শত বৎসরের দান সাত দিনে দিল।
সপ্তদিনে দান কার্য্য করি সমাপন,
আয়ু শেষে স্বর্গে গেল স্বাধীন রাজন।
নর লোকে বহু পূন্য করিয়া আবার,
ত্রয়ত্রিংশ ভবনেতে গেল পুনঃবার।
দানশীল পূন্য বল অতীব মহান,
দেব লোকে দিব্য সুখ ভোগে পূন্যবান।
আনন্দ ছিলেন তবে নারদ রাজন,
স্বাধীন নৃপতি ছিল—বুদ্ধ ভগবন।
ত্রিপিটক বুদ্ধ বানী করিতে প্রচার,
শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র লিখে রচিয়া পয়ার।

সম্বুলা জাতক (৫১৯)

শুন শুন সাধুগণ হয়ে একামন,
ভক্তিভাবে শুন সবে শ্রী বুদ্ধ বচন।
ভিক্ষুগণ কাছে শাস্তাদেশনা করিল,
সতীনারী পূর্ব্ব কথা তিনি প্রকাশিল।
পূর্ব্বকালে বারানসী রাজ্যেতে তখন,
ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা ছিল একজন।
সত্তিসেন নামে এক রাজ পুত্র ছিল,
বয়ঃ প্রাপ্তে উপরাজ্য প্রদান করিল।
সম্বুলা নামেতে তার প্রধানা মহিষী,
অতি রূপবতী ছিল সম্বুলা ষোড়শী।
দীপ শিখাসম প্রভা দেহের উজ্জ্বল,
অঙ্গের আভায় করে রূপ ঝল মল।
কিছুদিন সুখে থাকি আসিলেন দুঃখ,
যুবরাজ সত্তিসেন হ'ল কুষ্ঠ রোগ।
বহু বৈদ্য চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল,
নানা মতে কুষ্ঠ রোগ চিকিৎসা করিল।
পূর্ব্বের বিপাক চক্র আসিবে যখন,
দুঃখ-সুখ সংসারেতে ভোগে নরগণ।
ব্যাধির আরোগ্য লাভ হল না তাহার,
বৈদ্যগণ পারিলনা তার প্রতিকার।
কুষ্ঠ ব্রন বড় হয়ে ফাটিল যখন,
অতীব যন্ত্রণা তাতে হইল তখন।

দেহের বীভৎসরূপ হইল তাহার,
অনুতপ্ত হয়ে তিনি চিন্তিল এবার।
রাজ্য ধন কিছু মম নাহি প্রয়োজন,
একা আমি বনে গিয়া মরিব এখন।
রাজা কাছে এই কথা তবে জানাইল,
অন্তঃপুর ত্যাগ করি বনেতে চলিল।
সম্বুলা তাহার রাণী বলিল তখন,
বনবাসে স্বামী সঙ্গে করিবে গমন।
স্বামী তারে সঙ্গে যেতে নিষেধ করিল,
সম্বুলাকে নানা মতে বুঝাইয়ে বলিল।
সম্বুলা বলিল তবে স্বামীর নিকটে,
স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিব বনেতে।
না শুনিল সতী নারী স্বামীর বারন,
স্বামী সঙ্গে বনবাসে করিল গমন।
সন্তিসেন বন মাঝে গেলেন যখন,
জল, ফল, ছায়া যুক্ত প্রদেশে তখন।
অরণ্যেতে পর্ণশীলা নির্ম্মাণ করিল,
নির্জ্জন কুটীরে বাস করিতে লাগিল।
রাজার দুহিতা সতী সম্বুলা রমণী,
সেবা ও শুশ্রূষা করে দিবস যামিনী।
পতি সেবা করে সতী—যত্ন কি প্রকার,
ভোরে উঠি আশ্রমটি করে পরিষ্কার।
পতির পানের জল আনি সুশীতল,
দন্ত কাষ্ঠ রাখে, মুখ প্রক্ষালন জল।

প্রভাতে উঠিয়া পূজা দিবার কারণ,
দুগ্ধ আর দিয়া পূজা করে আয়োজন।
তখন সুজাতা দেবী স্নান করিয়া,
নানাবিধ অলংকারে নিজকে সাজিয়া।
স্বামীর অন্দরে আসে করিয়া গোপন,
স্বামীকে মধুর কথা কহিলেন তখন।
আহারান্তে বসিলেন দুই জন সুখে,
সুজাতা স্বামীকে আগে প্রণাম করিল।
স্বামীকে বলিল সখী বিনয় বচনে,
সতর্ক হইয়া থাক অতি সাবধানে।
সব আয়োজনে যত্ন করিও এখন,
আনন্দিত চিত্তে সখা—লইয়া তখন।
অশ্রু আদি হাতে লয়ে সুজাতা রমণী,
সব আয়োজন আদি লয়ে গেল তিনি।
সখী নারী করিলেন সব আয়োজন,
আনন্দে মিলিয়া সবে আসিল তখন।
সবগুলি এক সাথে বাঁধিয়া আহার,
কলসী পুরিয়া জল আনিল আবার।
নানাবিধ গন্ধচূর্ণ—সুগন্ধি রাখিয়ে,
স্বামীকে বচনে সখী দান করি দিয়ে।
সুমধুর নানা সব খাদ্য দেখি তারা,
তার পরে নিজ সব করিতে আহার।
তাহাদের সেবে স্বামী সেথা সব জন,
পানার্থে সখিরা দিল সুবাসিত জল।

তার পরে নিজে ফল করিয়া আহার,
কাষ্ঠের ফলকে পাতি আস্তরণ আর
স্বামীকে শোয়াইয়া রাখিয়া তখন,
উষ্ণ জলে ধুয়ে দিত করিয়া যতন।
তার পরে শয্যাপাতে স্বামীকে রাখিয়া,
মাথায় ও পিঠে—পায়ে হাত বুলাইয়া।
অবশেষে যত্ন করি রমণী তখন,
স্বামীর শয্যার পার্শ্বে করিত শয়ন।
এইরূপে পতিসেবা করি নিত্য সতী,
অঘোর অরণ্য বনে কুষ্ঠ রোগী পতি।
এক দিন বনে ফল করি আহরণ,
মাথায় করিয়া ঝুড়ি করে আনয়ন।
গিরি কন্দর সে যখন দেখিল,
মাথা হ'তে ফল ঝুড়ি তখন রাখিল।
হলুদ মাখিয়া গায়ে করিলেন স্নান,
স্নাত দেহে উঠি বস্ত্র করে পরিধান।
কন্দরের ধারে তবে সম্বুলা বসিল,
তার দেহ বর্ণে বন উদ্ভাসিত হ'ল।
ঐ সময়ে এক দৈত্য দানব তখন,
আহার যে অন্বেষণে করি বিচরণ।
সে সময়ে সম্বুলাকে দানব দেখিয়া,
অনুরক্ত হ'য়ে দুই গাথাতে বলিল।

(গাথা)

১। সুগঠিত মনোরম, উরুরম্ভাস্তম্ভোপম,
কটিদেশ মুষ্টি প্রেম * অহো কি সুন্দর।
কন্দরে বসিয়া তুমি, কাঁপিতেছ কেন শুনি,
কে তোমার বন্ধু হেথা? কিবা নাম ধর।

২। সিংহ ব্যাঘ্র নিঘোষিত, রম্য বন উদ্ভাসিত,
করিয়াছ - হে কল্যাণী - দেহের প্রভায়।
কে তুমি? ঘরনীকার, লও মোর নমস্কার,
দৈত্য আমি করি অভিবাদন তোমায়।
তাহার উত্তরে বলে সম্বুলা তখন;
তৃতীয় গাথায় তিনি করি উচ্চারণ।

৩। সত্তিসেন নামে কাশী রাজের তনয়,
আমিতাঁর ভার্য্যা দৈত্য দিন পরিচয়।
সম্বুলা আমার নাম—লও নমস্কার,
হও তুষ্ট তুমি—অভিবাদনে আমার।

৪। বৈদেহীর গর্ভজাত আমার সে পতি,
ব্যাধি গ্রস্ত হয়ে বনে করেন বসতি।
সেবা শুশ্রুষার তরে আমি অভাগিনী;
রহিয়াছি সঙ্গে তাঁর হেথা একাকিনী।

৫। খাদ্য সংগ্রহের তরে বন মাঝে যাই,
আনি মধু—আনি মাংস যদি কভু পাই।
আহারান্তে শ্বাপদে যা - গিয়াছে ফেলিয়া,
এইসব খেয়ে তিনি আছেন বাঁচিয়া।

---

* যাহার কোমর মুঠার মধ্যে ধরা যায়।

না জানি না খেয়ে খাদ্য আজ এতক্ষণ,
কতই হয়েছে তাঁর মলিন বদন।
সম্বুলার কথা শুনি দানব তখন,
উত্তরে বলিল দৈত্য তাহার সদন।
৬। রোগাতুর রাজ পুত্রে পরিচর্য্যা করি,
এ বিজন বনে তুমি—বল ও সুন্দরী।
কি ফল লভিবে? আমি লইব তোমার
আজ হতে ভর্ত্তরূপে রক্ষণের ভার।
৭। শোকে দুঃখে শীর্ণদেহ হয়েছে যে জন,
রূপসী তাহারে কেহ বলে কি কখন,
সন্ধান করিলে তুমি পাবে মহাশয়,
আমা হ'তে শতগুনে সুন্দরী নিশ্চয়।
৮। উঠ এই গিরি পরে ভার্য্যা চারিশত,
দেখিবে সেখানে মোর সুখে আছে কত।
তাহাদের মধ্যে তুমি লভি শ্রেষ্ঠাসন,
করিবে সকল কাম্য রস আস্বাদন।
৯। হেমাঙ্গী সেখানে তুমি বস্ত্র অলঙ্কার,
ইচ্ছা মত সব-পাবে রয়েছে আমার।
প্রচুর ঐশ্বর্য্য; তুমি এস বরাননে,
ভোগ করিগিয়া তাহা-আমরা দু'জনে।
১০। যদিলো সম্বুলে তুমি কর প্রত্যাখান:
অযাচন লভ্য—মহিষীর স্থান।
তবে সম্ভবতঃ আমি তৃপ্তিসহকারে,
প্রাতঃ রাশ সম্পাদিতে বধিব তোমারে।

ইহা বলি দুষ্টমতি দানব দুর্জ্জন,
সম্বুলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ক্ষেপন।

১১। নৃমাংস্বাদ দানব সে সপ্তজটাধর,
নিষ্ঠুর পিঙ্গল বর্ণ প্রসারিয়া কর।
সম্বুলাকে ধরে, হায় কানন মাঝারে,
না দেখে কাহাকে সতী-রক্ষিতে তাহারে।

১২। সে নিষ্ঠুর পাপ চক্ষু পিশাচ যখন,
সম্বু লারে এইরূপে করিল গ্রহণ।
মনে কি করিবে পতি—এই আশঙ্কায়,
অসহায়া সতী কান্দে—করি হায় হায়।

১৩। রাক্ষসে খাইবে মোর দুঃখ কিছু নাই,
কি হবে স্বামীর মনে ভাবি আমি তাই।

১৪। স্বর্গে নাই দেবগণ প্রবাসে গিয়েছেন নিশ্চয়।
কোথালোকপালসব ? কেন সবে এমন নির্দ্দয়
বলৎকার করে পাপী ; কেহ কিহে নাই পৃথিবীতে,
অবলার রক্ষাহেতু হেন অত্যাচার বাঁধা দিতে।
সম্বুলার শীলতেজে শক্রের ভবন,
পাণ্ডু কম্বল শিলাসন কাঁপিছে তখন।
উপ্তপ্ত হইল যবে ভাবে দেবরাজ,
দিব্যনেত্রে হেরে কোথা—কি ঘটিল আজ।
দেখিল সম্বুলা সতী বিপদে পতিত,
বজ্র হস্তে মর্ত্ত্যে শক্র চলিল ত্বরিৎ।
দানব মস্তকোপরি করি অবস্থান,
দেবেন্দ্র দৈত্যকে কহে হও সাবধান

১৫। সুপণ্ডিতা-জিতেন্দ্রিয়া-ইনি অতি যশস্বিনী,
অগ্নি সমা উগ্রতেজা রমনীর শিরোমনি।
এমন সতীর মাংস করিবি যদি ভক্ষণ,
করিব সপ্তধা দৈত্য—শির তোর বিদারণ।
এ পতি ব্রতার দেহ স্পর্শে তোর কলুষিত—
করিসনা; ছাড় শীঘ্র-চাস যদি নিজ হিত।
দানব শুনিল ভয়ে শক্রের তর্জ্জন।
সম্বুলাকে ছাড়ি দিল—দানব তখন।
এ আশঙ্কায়—ধরে পাছে দানব আবার,
শৃঙ্খলে আবদ্ধ ইন্দ্র করিয়া তাহার।
পর্ব্বত রাজির তিন শ্রেণীর ভিতরে,
দৈত্যকে রাখিয়া দিল পর্ব্বত গহ্বরে।
সেখান হইতে দৈত্য ফিরি পুনঃবার,
পারিবেনা কভু আর আসিতে আবার।
সম্বুলাকে দেবরাজ বলে তারপর,
অপ্রমত্তভাবে তুমি চল অতঃপর।
উপদেশ দিয়া ইন্দ্র সর্গে চলি গেল,
সে সময়ে দিনমনি সূর্য্য অস্ত গেল।
ফল ঝুড়ি সাথে লয়ে সম্বুলা তখন,
চন্দ্রালোকে আশ্রমেতে করিল গমন।
বিস্তারিয়া শাস্তা ইহা করিল বর্ণন,
সম্বুলার কথা শুন সব বিবরণ।

১৬। রাক্ষসের হস্ত হতে মুক্তি লাভ করি,
আশ্রমে ফিরিয়া গেলে হেরে শূন্যপুরী।

সম্বুলার আগমন বিলম্বিত হেরে,
সত্থিসেন ঘুরে দেখে আশ্রম বাহিরে।
পক্ষিনী যেমন ধায় নীড় অভি মুখে,
যবে তার শাবকেরা লুকাইয়া থাকে।
উপদ্রব ভয়ে কোন অথবা এমনে,
ছুটি যায় ধেনু বৎস শালা পানে।
১৭। যশস্বিনী রাজপুত্রী—চকিত নয়না,
কাতর হইল অতি বিষণ্ণ বদনা।
না দেখি রক্ষক কোন—সে ভীষণ বনে,
করিল বিলাপ কত কাতর নয়নে।
১৮। শ্রমন, ব্রাহ্মণ, পূজ্য শীল ঋষিগণ,
বন্দি তোমা সবে ; মোর হও হে শরণ।
পাইব পতির দেখা কোন পথে চলি,
তোমরা সদয় হয়ে—দাও মোরে বলি।
১৯। সিংহ—ব্যাঘ্র—আর যত বন্য জীবগণ,
বন্দি তোমা সবে- মোর হও হে শরণ।
পাইব পতির দেখা—কোন পথে চলি,
তোমরা সদয় হয়ে দাও মোরে বলি।
২০। তৃণ, লতা, ঔষধী —পর্ব্বত আর বন,
বন্দি তোমা সবে মোর হও যে শরণ।
পাইব পতির দেখা—কোন পথে চলি,
তোমরা সদয় হয়ে—দাও মোরে বলি।
২১। বন্দি ইন্দীবর, শ্যামা নক্ষত্র মালিনী,
রজনীরে করযোড়ে আমি অভাগিনী।

পাইব পতির দেখা—কোন পথে চলি,
তোমরা সদয় হয়ে—দাও মোরে বলি।

২২। ভাগীরথী—গঙ্গা—যিনি করেন গ্রহণ,
জল যত আনি দেখ অন্য নদীগণ ;
তোমাকেও বন্দি আমি, হও হে শরণ।
সম্বুলা কাতর স্বরে করেন ক্রন্দন।
পাইব পতির দেখা কোন পথে চলি,
তোমরা সদয় হয়ে দাও মোরে বলি।

২৩। উত্তুরঙ্গ পর্ব্বত রাজ—তুমি হিমালয়,
তোমাকেও বন্দি আমি—হও রে সদয়।
পাইব পতির দেখা কোন পথে চলি,
দয়া করি—নগরাজ—দাও মোরে বলি।
সম্বুলার এইরূপ বিলাপ শুনিয়া,
সত্থিসেন ভাবিলেন এসব দেখিয়া ;
সম্বুলা বিলাপ করে কিসের কারণ,
নাহি জানি কিবা হেতু করিছে ক্রন্দন।
মম প্রতি স্নেহ হয়ে বিলাপ করিলে,
হৃদয় বিদীর্ণ হবে মোরে না দেখিলে।
পরীক্ষা করিয়া আমি দেখি একবার,
পর্ণ শালা দ্বারে গিয়া বসিল এবার।
সম্বুলা বিলাপ করিতে করিতে যত,
পর্ণ শালা দ্বারে গিয়া হ'ল উপনীত।
বন্দিয়া স্বামীর পদে বলিল তখন,
কোথা চলি গিয়াছিলে প্রভু! এতক্ষণ।

সস্তিসেন বলিলেন—শুনহে সম্বুলা,
এত দেরী কেন হ'ল অস্ত গেল বেলা।
অন্য দিন ফির তুমি বিলম্ব না করি,
আজ কেন বিলম্বেতে এলে অতি দেরী।

২৪। যশস্বিনী রাজ পুত্রী আজ কি কারণ,
আসিতে বিলম্ব তব হইল এমন।
কার সঙ্গে এতক্ষণ বল, কাটাইলে,
আমা হ'তে প্রিয়তম কাহাকে পাইলে।
শুন আর্য্য পুত্র! বলে সম্বুলা তখন,
ফল লয়ে বন হ'তে ফিরেছি যখন।
এমন সময়ে এক দানব ভীষণ,
পথ মধ্যে দৈত্য তবে দিল দরশন।
আমা প্রতি অনুরক্ত—হইয়া দুর্জ্জন,
মম দুই বাহু ধরি বলিল তখন।
আমার সঙ্গেতে তুমি চলহে এখন,
মম কথা না শুনিলে করিব ভক্ষণ।
আমাকে খাইবে দৈত্য দুঃখ কিছু নাই,
আপনার লাগি দুঃখ আমি তবে পাই।

২৫। সে ঘোর শত্রুর হাতে পড়িয়া তখন,
বলিলাম প্রভু;—করি তোমার স্মরণ।
রাক্ষসে খাইবে মোরে দুঃখ তাতে নাই,
কি হবে স্বামীর মনে ভাবি আমি তাই।
অতঃপর যাহা যাহা পথে ঘটেছিল;
সম্বুলা সমস্ত কথা স্বামীকে বলিল।

দানবের হাত থেকে মুক্তি লাভ তরে,
দেবগণে ডাকি আমি অতি সকাতরে।
শুনিয়া দেবেন্দ্র মম কাতর ক্রন্দন,
বজ্র হস্তে আকাশেতে দিলেন দরশন।
দৈত্যকে করিল শক্র তর্জ্জন-গর্জ্জন,
আমাকে ছাড়ায়ে দৈত্য করিল বন্ধন।
তৃতীয় পর্ব্বতরাজি—ভিতরে তখন,
দানবকে দেবরাজ করে নিক্ষেপন।
তখন স্বস্থানে শক্র প্রস্থান করিল,
দেবেন্দ্র কৃপাতে মম প্রাণ রক্ষা হ'ল।
ইহা শুনি সন্তিসেন বলিল তখন,
স্ত্রী জাতিরা সত্য কথা বলে না কখন।
এই হিমাচলে আছে বহু বনে চর,
তাপস ও বিদ্যাধর বাসে অতঃপর।
কে তোমার এই কথা বিশ্বাস করিবে,
বলত—সম্বুলা ইহা কেবা সাক্ষী দিবে।
২৬। রমনীর জাতি বুদ্ধি নানা দিকে খেলে,
চৌরী তারা ; সত্য সদা দুই পায়ে ঠেলে।
উদকে মৎসের গতি বুঝা নাহি যায়,
সেইরূপ স্ত্রী চরিত্র বুঝা বড় দায়।
সন্তিসেন কথা শুনি সম্বুলা বলিল,
আর্য্য পুত্র মম কথা বিশ্বাস—না হ'ল।
আমি নিজে সত্য বলে তবে এইবার,
আরোগ্য করিব আমি ব্যাধি আপনার।

ইহা বলি কলসীতে জল পূর্ণ করি,
সত্য ক্রিয়া করে সতী দেবগণ স্মরি।
যশস্বিনী রাজ পুত্রী—সম্বুলা তখন,
স্বামীর মস্তকে জল করিল সেচন।
২৭। সত্য বলে রক্ষা আমি পেয়েছি যেমন,
ভবিষ্যতে সত্য মোরে রক্ষিবে তেমন।
তোমা হ'তে প্রিয়তর মোর কেহ নয়,
এই সত্য বাক্য বলে—যেন প্রভু হয়
পীড়া উপশম তব; সতী হই যদি,
এই সত্য ক্রিয়া বলে যাবে তব ব্যাধি।
এইরূপে সত্য ক্রিয়া যখন করিল,
সত্তিসেন কুষ্ঠ ক্ষত শুকাইয়ে গেল।
তাম্রের কলঙ্ক উঠে অম্ল ধৌতে যেন,
তেমন সুন্দর দেহ হ'ল সত্তিসেন।
কিছু দিন বন মাঝে থাকিয়া তখন,
বারানসী নগরেতে করিল গমন।
তত্রত্য উদ্যানে গিয়া প্রবেশ করিল,
তাহাদের আগমন রাজায় শুনিল।
রাজা শুনি খুশী হয়ে উদ্যানেতে গেল,
সত্তিসেন মস্তকোপরিশ্বেত ছত্র দিল।
অগ্র মহিষীর পদে সম্বুলাকে দিয়ে,
সিংহাসনে অভিষিক্ত সত্তিসেন হয়ে।
ঋষি প্রবজিত রাজা করিয়া গ্রহণ,
রাজার উদ্যানে বাস করেন তখন।

রাজোদ্যানে থাকি তিনি প্রতিদিন আর,
রাজার ভবনে নিত্য করেন আহার।
সন্তিসেন সিংহাসন লভিল যখন,
অন্য পত্নীগণ সাথে প্রমোদে মগন।
অগ্র মহিষীর পদ সম্বুলাকে দিল,
কিন্তু তারে কোন দিন সংবাদ না নিল।
আছে কিবা নাই ঘরে সম্বুলা এখন,
সন্তিসেন জিজ্ঞাসাও না করে কখন।
অন্য পত্নী সঙ্গে সদা থাকে সন্তিসেন,
সম্বুলার সাথে দেখা না করে কখন।
সপত্নীগণের প্রতি সম্বুলা তখন,
রাগেতে তাহার মন জ্বলে অনুক্ষণ।
ক্রমে দেহ পাণ্ডুবর্ণ—হইল তাহার,
দেহকৃশ হ'ল অতি অস্থি চর্ম সার।
মনে তার নাহি শান্তি দেহ ভেঙ্গে গেল,
সর্ব্বাঙ্গে ধমনী তার ফুলিয়া উঠিল।
ভোজনার্থে একদিন তপস্বী শ্বশুর;
উদ্যান আশ্রম হ'তে গেল রাজপুর।
তপস্বী নিকটে গিয়া সম্বুলা তখন,
শোক বিনোদন লাগি করিল গমন।
শ্বশুর আহার শেষ যখন হইল,
সম্বুলা প্রণাম করি একান্তে বসিল।
তাহাকে বিমর্ষ দেখি তপস্বী তখন,
সম্বুলার অবস্থা কথা করে জিজ্ঞাসন।

২৮। দিবারাত্র সপ্ত শত—প্রকাণ্ড কুঞ্জর,
ধানুষক ষোড়শ শত—নানা অস্ত্রধর।
নিয়ত রয়েছে ভদ্রে! তোমার রক্ষণে,
শত্রু তুমি মনে তবে কর কোন জনে।
অম্বুলা কহিল দেব করি নিবেদন,
আপনার পুত্র নাই—মম প্রতিমন।
২৯। অলঙ্কৃতা, ক্ষীণকটি—কমল বরনা,
মধুর ভাষিনী যারা কলহংসীসমা।
সেই সব রমনীরা হরিল এখন,
ভাগ্য দোষে মোর—তব তনয়ের মন।
সুমধুর গীত বাদ্যে নিপুনা তাহারা,
তাহা শুনি এবে তিনি হন আত্মহারা।
অনাদৃতা আমি তাই—পূর্ব্বের মতন,
ভালবাসা আমি আর পাইনা কখন।
৩০। সর্ব্বাঙ্গী কনক প্রভা—অপস্বরার মত,
সর্ব্বাঙ্গে অনিন্দ্যা—রাজ কন্যা শত শত।
বিভুষিত হ'য়ে দিব্য বস্ত্র আভরণে,
শর্য্যায় নিরত তার চিত্ত বিনোদনে।
৩১। ভাবি আমি তাই পিতঃ—পূর্ব্বের মতন,
যদি বনে বনে করি খাদ্য আহরণ।
পারিতাম পুত্রে তব পুষিবে আবার,
তবে বুঝি হ'ত অন্ত এই দুর্দ্দশার।
অনাদৃতা পুনর্ব্বার পেত সমাদর,
ইহা হ'তে বনবাস ছিল প্রিয়তর।

৩২। অন্ন পান প্রচুর রহিয়াছে ঘরে,
সমুজ্জল নানা অলঙ্কার সদা পরে।
আছে রূপ, আছে গুণ, পতি প্রেম বিনা,
থাকিতে এসব কিন্তু নারী অতি দীনা।

৩৩। দীনা, নিঃস্বা, তৃণ শর্য্যা শায়িনী যে নারী,
সেও যদি হয় পতি প্রেম অধিকারী।
ধন্যা যে রমনী কুলে; বঞ্চিতা যেজন,
পতি প্রেম বৃথা তার রূপ—আর ধন।
জানাইল শ্বশুরকে কৃশের কারণ,
ডাকিল তপস্বী তবে রাজারে তখন।
শুন বৎস! সত্তিসেনআমার বচন,
কুষ্ঠ রোগে তুমি বনে করিলে গমন।
সম্বুলা তখন তব সাথে চলি গেল,
বন মাঝে সেবা শুশ্রূষা যতন করিল।
তার সত্য বলে তব রোগ মুক্ত করি,
রাজ্য লাভ যোগ্য করি দিল সতী নারী।
কোথা থাকে কোথা বসে সম্বুলা এখন,
তাহার সংবাদ তুমি না লও কখন।
এমন অন্যায় কাজ কেন কর অতি,
অযতনে ফেলি আজ রাখিয়াছ সতী।
ইহাকে যে মিত্রদ্রোহ লোকে বলে শুন,
মহাপাপ হয় ইহা এসংসারে জান।
এই বলি রাজ ঋষি—পুত্রকে তখন,
গাথা বলি উপদেশ করিল বর্ষণ।

৩৪। পতিহিত পরায়না ভার্য্য মিলাভার,
পতিও দুর্ল্লভ ভাগ্যাগত প্রাণ যার।
সম্বুলা সুশীলা, তব শুভানুধ্যায়িনী,
ভাগ্য বলে পাইয়াছ এমন গৃহিনী।
স্মরি গুন গ্রাম তাঁর সমাদর কর,
তাঁর সঙ্গে নর নাথ ধর্ম্ম পথে চর।
পুত্রে উপদেশ দিয়া তপস্বী তখন,
উঠিয়া উদ্যানে তিনি করিল গমন।
তপস্বী চলিয়া গেলে সন্তিসেন তবে,
সম্বুলাকে ডাকি কহে—অপরাধ ক্ষমিবে।
এতদিন ভদ্রে আমি যে দোষ করেছি,
মম দোষ ক্ষমা কর—শুনহে রূপসী।
আজ হ'তে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য তোমাকে প্রদান,
ধন জন রাজ্য ধন করিলাম দান।

৩৫। বিপুল ঐশ্বর্য্য এবে, হস্তগত হ'ল তবে,
তথাপি তোমার।
ঈর্ষ্যা বলে কোনরূপে, ঘটে পাছে কোন কালে,
আনিওনা মনের বিকার।
বলি ভদ্রে। একারণ, নিজে আমি আর এই,
রাজ কন্যাগণ।
আজ হ'তে সবে মিলি—সাগ্রহে করিবে তব,
আদেশ পালন।
সম্বুলাকে সন্তিসেন বুঝাল তখন,
দুই জনে হ'ল পুনঃ প্রীতির বন্ধন।

পূর্ব্ব মত অধিকার—সম্বুলাকে দিল,
অগ্র মহিষীর পদে সকল লভিল।
সম্বুলা ও সত্তিসেন যাবত জীবন,
উভয়ে সম্প্রীতিভাবে করিল যাপন।
দানাদির পূণ্য কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান,
আয়ুশেষে পরলোকে করিল প্রস্থান।
রাজ তপস্বী ও ধ্যান লভিয়া তখন,
আয়ুশেষে ব্রহ্মলোকে করিল গমন।
শাস্তা তবে বলিলেন শুন ভিক্ষুগণ,
পতি পরায়না ছিল মল্লিকা তখন।
স্বামী ভক্তি ছিল অতি পতিগতা প্রাণা,
পূর্ব্বকালে ছিল তিনি পতি পরায়না।
পূর্ব্বেতে সম্বুলা যিনি মল্লিকা এখন,
সত্তিসেন পূর্ব্বে এই—কুশল রাজন।
সত্তিসেন পিতা অমি ছিলাম তপস্বী,
রাজত্ব করিয়া পরে হইলাম ঋষি।
ধ্যান বলে ব্রহ্মলোক করেছি গমন,
সম্যক সম্বুদ্ধ আমি হয়েছি এখন।
শিষ্যগণ কাছে বুদ্ধ দেশনা করিল,
পতি ভক্তি জন্মে জন্মে মল্লিকা হইল।
সতী নারী পতি বিনে গতি নাই আর,
রমনীর গুণে হয় সুখের সংসার।
ত্রিপিটক বুদ্ধ বাণী করিতে প্রচার,
শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র লিখে রচিয়া পয়ার।

সপ্ত ত্রিংশ বোধি কল্পতরু কথা

ভক্তিভাবে সাধুগণ করহ শ্রবণ,
সপ্ত ত্রিংশ বোধি কল্প তরু বিবরণ।
শ্রী বুদ্ধের উপদেশ অমৃত সমান,
একে মনে শুনে যেবা সেই পুণ্যবান।
বোধি জ্ঞান লাভ পথ বলে ভগবান,
চিত্ত ও চৈতসিকের উৎকর্ষ সাধন।
সপ্ত ত্রিংশ বোধি কল্প তরু কথা সার,
শিষ্য সন্নিধানে বুদ্ধ করিল প্রচার।
প্রথমেতে হয় চারি স্মৃতি উপস্থান,
দ্বিতীয়ে হইল চারি সম্যক প্রধান।
চারি ঋদ্ধি পাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় সকল,
শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা পঞ্চবল।
সপ্ত বোধি অঙ্গ, বোধি কল্প তরু যত,
আর্য্য অষ্ট অঙ্গ মার্গ আছে মুক্তি পথ।
সাধনা করিবে যারা পেতে বোধি জ্ঞান,
ভব দুঃখ ক্লেশ ধ্বংস পাইবে নির্ব্বান।
কায়া ও বেদনা, চিত্ত করহ দর্শন,
ধর্ম্মানু দর্শন কর পঞ্চ নীবরণ।
পঞ্চস্কন্ধ—রূপ ও বেদনা সংজ্ঞা আর,
সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চ প্রকার।
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন,
চিত্ত সঞ্চরণ দ্বার এ ষড়ায়তন।

পঞ্চ স্কন্ধ দুঃখ এ ষড়ায়নতন দ্বার,
সপ্ত বোধি অঙ্গ ধর্ম্ম করহ বিচার।
দুঃখ হতে মুক্তি চিন্তা, চারি আর্য্য সত্য,
সাধনা করহ সদা সাধুগণ নিত্য।
অনুৎপন্ন অকুশল মনে নাহি স্থান,
উৎপন্ন যে অকুশল নাশ সাবধান।
অনুৎপন্ন কুশল চিত্ত কর উৎপাদন,
উৎপন্ন কুশল চিত্ত করহ বর্দ্ধন।
এই চারি হ'ল জান সম্যক প্রধান,
দুর্ল্লভ মানব জন্মে হও সাবধান।
চারি ঋদ্ধি পাদ, শক্তি উপায় কুশল,
আলৌকিক শক্তি মনে কর ঋদ্ধি বল।
সত্য বাক্য—সত্য ঋদ্ধি, বাক্য সিদ্ধি হবে,
যাহা ইচ্ছা কর মনে—পূর্ণ হবে ভবে।
ছন্দ ঋদ্ধি, বীর্য্য ঋদ্ধি চিত্ত ঋদ্ধি আর,
মীমাংসাবা প্রজ্ঞা ঋদ্ধি এ চারি প্রকার।
আলৌকিক শক্তি ঋদ্ধি উপায় সাধন,
পর চিত্ত বিজানন জানিবে তখন।
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, স্পর্শ কারণ,
পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারে চিত্ত হয় পরিবর্ত্তন।
শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি প্রজ্ঞা বল,
মুক্তির উপায় হল এই পঞ্চ বল।
সপ্ত বোধি অঙ্গ কথা শুন এইবার,
স্মৃতি, ধর্ম্ম গবেষণা, বীর্য্য, প্রীতি আর।

প্রশান্তি, সমাধি, ও উপেক্ষা সপ্ত হয়,
সপ্ত বোধি অঙ্গ ইহা জানিবে নিশ্চয়।
আর্য্য অষ্ট অঙ্গ মার্গ, পথ বিবরণ,
বিস্তারিয়া প্রকাশিব শ্রীবুদ্ধ বচন।
সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প আর,
সম্যক বাক্য ও সম্যক কর্ম্মান্ত এই সার।
সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম—ছয়,
সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি হয়।
এই আর্য্য অষ্ট অঙ্গ মার্গ মুক্তি পথ,
নির্ব্বান সোপান আর নির্ব্বান যাত্রীর রথ।
সপ্ত ত্রিংশ বোধি কল্প তরু বিবরণ,
সংক্ষেপেতে এই কথা করিনু রচন।
শ্রীবুদ্ধ নির্ব্বান ধর্ম্ম করিল প্রচার,
জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এভব সংসার।
কর্ম্ম চক্রে ভব চক্রে ঘুরি জীবগণ,
একত্রিশ ভুবনেতে সদায় ভ্রমণ।
কুশল ও অকুশল পাথেয় সম্বল,
কুশল কর্ম্মেতে সুখ; দেয় পূন্য বল।
অকুশল কর্ম্মে যায় চারিটি অপায়ে,
পাপীগণ দুঃখ পায় পড়িয়া নিরয়ে।
প্রেত, তির্য্যক, নরক, হীন, এ চারি অপায়,
সুগতি মনুষ্য লোক একটি ধরায়।
ছয় স্বর্গ আছে উর্দ্ধে দিব্য সুখ পায়,
কুশল কর্ম্মেতে লোকে স্বর্গ পুরে যায়।

ষোলটি রয়েছে রূপ ব্রহ্ম ভূমি আর,
চারিটি অরূপ ব্রহ্ম ভূমি রয়েছে আবার।
একত্রিশ ভূবন এই ভব চক্রে ঘুরে,
তৃষ্ণা হেতু জীবগণ জন্মে আর মরে।
তৃষ্ণা ধ্বংস হলে তবে নির্ব্বানেতে যায়,
নির্ব্বান লভিলে আর জন্ম মৃত্যু নাই।
তৃষ্ণা হেতু দুঃখ পায় এভব সংসার,
জন্ম দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ আর।
দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করিবার তরে,
সাধনা করিল বুদ্ধ জন্ম জন্মান্তরে।
চারি অসংখ্যেয় কল্প করিয়া সাধন,
পাঁচ সাত পঞ্চাশ জন্ম করিয়া ধারণ।
ত্রিশ পারামী ভবে পূরণ করিল,
বোধি কল্প তরু মূলে বুদ্ধত্ব লভিল।
সপ্তত্রিংশ বোধিকল্প তরু কথা সার,
জীবগণ মুক্তি লাগি করিল প্রচার।
সর্ব্ব পাপের অকরণ—
কুশলের উপার্জ্জন:
চিত্তের সম্যক শোধন,
ইহাই বুদ্ধানুশাসন।
কুশল ও অকুশল কর্ম্ম এই মাত্রসার,
কর্ম্ম বিনা এই সংসারে নাহি কিছু আর।
কর্ম্ম যোনি, কর্ম্ম বন্ধু, কর্ম্মই শরণ,
যেবা যেই কর্ম্ম করে ফলই তেমন।

পাপ কর্ম্মে পাপ ফল নরকেতে গতি,
পূন্য কর্ম্মে পূন্য ফল পাইবে সুগতি।
অনিত্য সংসার মাঝে কিবা আছে সার,
অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এভব সংসার।
আমার জীবন সন্ধ্যা হয়েছে এখন,
ধর্ম্ম দান করি আমি লভি পূন্য ধন।
পরপারে যাত্রা যবে হইবে আমার,
পাথেয় সম্বল হবে পূণ্য ধন সার।
শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র রচে ভাষায় পয়ার,
নির্ব্বান লাভের হেতু হউক
এ পূণ্য আমার।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীমৎ শান্তজ্যোতিঃ ভিক্ষু
রাজস্থলী মৈত্রী বিহার
ডাকঘর ঃ রাজস্থলী, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম।

লক্ষণ সেন শ্রমন
কুল কুর মাই কুল
ডাকঘর ঃ রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

শ্রীকাত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা
রাজস্থলী বাজার
ডাকঘর ঃ রাজস্থলী, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ প্রিয়দর্শী মহাস্থবির
উত্তর পদুয়া শাক্যমুনি বিহার
ডাকঘর উত্তর পদুয়া,
রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।